CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 16 July, 2024 ■ আগরতলা ১৬ জুলাই ২০২৪ ইং ■ ৩১ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে ভাঙচুর

অশান্ত গন্ডাছড়া সফরে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্থদের রোষানলে মন্ত্রী, বিধায়ক সহ বিজেপি নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই ।। হিংসায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় গিয়ে গণ্ডাছড়ায় ভয়ানক রোষের মুখোমুখি হয়েছেন মন্ত্রী-বিধায়কের নেতৃত্বে বিজেপির প্রতিনিধি দল। আজ গণ্ডাছড়া মহকুমায় নারায়ণপুর বাজারে ক্ষতিগ্রস্তদের আক্রোশ দেখে মনে হয়েছে বিজেপির প্রতিনিধি দলের উপস্থিতি অসন্তোষের আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করেছে। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে হয়েছিল, পুলিশ ওই প্রতিনিধি দলের সদস্যদের কোনক্রমে বাঁচিয়ে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে নিয়ে গেছে। তাতে, ওই ক্ষতিগ্রস্তরা আরও উত্তেজিত হয়ে উঠেন এবং মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে ভাঙচুর করেছেন। সূত্রের খবর, উত্তেজিত জনতা দুইটি গাড়িও ভাঙচুর করেছেন। আজ বিজেপি নেতাদের অশান্ত গণ্ডাছড়া সফরে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে।

প্রসঙ্গত, জনজাতি অংশের যুবকের মৃত্যুতে অশান্ত হয়ে উঠেছে গণ্ডাছড়া মহকুমা। একাংশ উশৃংখল জনজাতিদের আক্রমণে প্রচুর বাঙালি অংশের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রোষের আগুনে বাড়িঘর, দোকানপাট, গাড়ি, বাইক পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গবাদী পশুও আগুনে ঝলসে মারা গেছে। বাঙালি অংশের মানুষ কোনক্রমে জঙ্গলে আত্মগোপন করে প্রাণে বেঁচেছিলেন। ওই ঘটনার পর থেকে গণ্ডাছড়ায় থমথমে পরিবেশ কায়েম হয়ে রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ রাস্তায় নেমে লাগাতার বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। থানা ঘেরাওয়ের পাশাপাশি সমস্ত দোকানপাট, বাজার হাট বন্ধ রেখেছেন। এমনকি যান চলাচলও গত চারদিন ধরে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকার পাশাপাশি নামকাওয়াস্তে সরকারি অফিস চলছে।

আজ অশান্ত গণ্ডাছড়া সফরে গিয়েছিলেন মন্ত্রী টিংকু রায়, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা এবং এমডিসি ভূমিকানন্দ রিয়াং। নারায়ণপুর বাজারে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে তাঁরা কথা বলার চেষ্টা করেন। কিন্তু, তাঁদের কোন কথাই শুনতে চাইছিলেন না ক্ষতিগ্রস্ত বাঙালি অংশের মানুষ। উল্টে, তাঁদের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ ও রাগ উগরে দিয়েছেন তাঁরা। বিজেপি নেতারা বারেবারেই তাঁদের শান্ত হয়ে সমস্যা নিয়ে আলোচনার আবেদন জানান। কিন্তু, তাতে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হন। ক্ষতিগ্রস্ত বাঙালি অংশের মানুষের মধ্যে কয়েকজন যুবক বারেবারেই তাঁদের দিকে তেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য, পুলিশের উপস্থিতিতে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ক্ষোভের বহিপ্রকাশ ঃ টিংকু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই ।। অশান্ত গণ্ডাছড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঙালি অংশের মানুষের আজ বিজেপির প্রতিনিধি দলের সামনে ক্ষোভের বহি:প্রকাশ ঘটেছে। দ্বিধাহীন ভাষায় বলেন মন্ত্রী টিংকু রায়। তিনি আগামী দুই দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ বাবদ অন্তত ২৫ শতাংশ অর্থ প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, গণ্ডাছড়া সফরে গিয়ে বিজেপির প্রতিনিধি দল ভয়ানক রোষের মুখোমুখি হয়েছিলেন।

এদিন মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, বাঙালি অংশের ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতিনিধিদের সাথে সামগ্রিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তাঁদের দাবি-দাওয়া শুনেছি। ত্রিপুরা সরকার তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং ক্ষতিগ্রস্ত সকলের পাশে রয়েছে। তাঁর কথায়, যাঁদের বাড়িঘর পুড়েছে তা ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু, আগামী দুইদিনের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ বাবদ অন্তত ২৫ শতাংশ অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করবে প্রশাসন।

তাঁর বক্তব্য, রাজ্য সরকার চাইছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হোক। বাজার খুলুক। গত তিনদিন ধরে মানুষ রাস্তায় আছেন, সেই অসহায়ত্ব এবং তিক্ততার বহি:প্রকাশ আজ দেখা গেছে। বলতে দ্বিধা নেই, গত কয়েকদিনের পরিস্থিতির জেরেই আজ তাঁদের ক্ষোভের বহি:প্রকাশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিরোধীরা মনোনয়ন জমা দিতে পারছে না ভোটরা কিভাবে ভোট দেবেন প্রশ্ন বামফ্রন্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে বাম প্রার্থী ও কর্মীদের নিরাপত্তা প্রদানের দাবি জানিয়েছেন সোমবার ডিজিপি অমিতাভ রঞ্জনের সঙ্গে দেখা করলেন বাম নেতৃত্বদের চার সদস্যের এক প্রতিনিধি দল।

এদিন প্রতিনিধি দলে ছিলেন, বামফ্রন্টের আহ্বায়ক নারায়ন কর, মানিক দে, শংকর প্রসাদ দত্ত এবং নরেশ জমাতিয়া।

বিস্তারিত বলতে গিয়ে মানিক দে বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্যব্যাপী আক্রান্ত হচ্ছেন বাম কর্মী সমর্থকরা। ইতিমধ্যেই খুন হতে হয়েছে এক বাম প্রার্থীকে। ২৩ টি ব্লকে বাম প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারছেন না। এই পরিস্থিতিতে ডিজিপি অমিতাভ রঞ্জনের নিকট এসকটের দাবি জানিয়েছেন বাম নেতৃত্বরা। নির্দিষ্ট জায়গায় বাম প্রার্থী ও সমর্থকরা জড়ো হবেন এরপর এসকটের মাধ্যমে মনোনয়ন জমা দেওয়া হবে, পুনরায় তাদের আগের স্থানে নিয়ে আসতে হবে।

কিন্তু এই বিষয়ে ডিজিপি সাহেব জানিয়েছেন, রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অনুমতি ছাড়া এসকট প্রদান সম্ভব নয়। কিন্তু বাম নেতৃত্বদের দাবি, কমিশন জানিয়েছে যে এই বিষয় প্রশাসনের হাতে রয়েছে। তাই ডিজিপি"র বক্তব্যে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন নেতৃত্বরা। পাশাপাশি রাজ্যব্যাপী বিরোধীদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে। বাড়িঘর, গাড়ি, দোকান ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন বাম নেতৃত্বরা।

বামফ্রন্ট আহ্বায়ক নারায়ক কর বলেন, বিরোধী প্রার্থীরা নমিনেশন জমা করতে পারছেন না। তাহলে ভোটাররা কিভাবে ভোট দেবেন। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট কোনোভাবেই সম্ভব নয় বলে দাবি করেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে গেলে বলছে আইন শৃঙ্খলা পুলিশ রক্ষা করবে। আর পুলিশের কাছে গেলে বলছে যে রাজ্য নির্বাচন কমিশন বললে বিশেষ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হবে। সবাই দায়িত্ব এড়াতে চাইছে বলেই দাবি বাম নেতৃত্বদের। বাম নেতৃত্বরা ডিজিপির নিকট পেশকৃত বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে ২৩ টি ব্লক এলাকায় আক্রান্ত হচ্ছেন বামেরা। তারা মনোনয়ন জমা দিতে পারছেন না। এই ২৩ টি ব্লক হল ধলাই জেলার দুর্গা চৌমুহনী ব্লক, পশ্চিম ত্রিপুরার জিরানিয়া ব্লক, পুরাতন আগরতলা ব্লক, মোহনপুর ব্লক এবং বামুটিয়া ব্লক। এছাড়াও খোয়াই জেলায় ৩ টি ব্লক, সিপাহিজলা জেলায় ৫ টি ব্লক, গোমতী জেলায় ৩ টি ব্লক এবং দক্ষিণ জেলায় মত ৭ টি ব্লকে মনোনয়ন জমা দিতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন বামেরা। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে এই ব্লকগুলিতে মনোনয়ন জমা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন এদিন বাম নেতৃত্বরা।

দুর্ঘটনায় প্রদেশ বিজেপি সভাপতির কনভয়, চালক সহ আহত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। আজ পতিছড়ি ড্রপ গেট এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্যের কনভয়।

জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, বাইখোড়া জগন্নাথ জিও মন্দিরের উল্টোরথে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনাগ্রস্ত প্রদেচ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যের কনভয়। আজ পতিছড়ির কাছে এই দুর্ঘটনা। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে বিজেপির প্রার্থী তালিকায় নতুন মুখ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৫ জুলাই।। গৌরনগর ও চন্ডিপুরে পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী ঘোষণা দিয়েছে শাসক দল তথা ভাজপা। গৌরনগর ব্লকের ব্লক সমিতির ১৩ আসন বিশিষ্ট সমিতির বিদায়ী চেয়ারম্যান নারান সিং ও ভাইস চেয়ারম্যান শিব শংকর অধিকারীর কাজকর্মে খুশি ছিল না শাসকদল। ফলে এরা দুইজনকেই শাসকদল নির্বাচনে মনোনয়ন দেয়নি। যদিও বাকি এগারো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিকিট না পেয়ে বিজেপির পঞ্চায়েত প্রধান সিপিএমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৫ জুলাই।। ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিস্তরী পঞ্চায়েত নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে রাজনৈতিক ডামাডোলে কেউ কেউ বিধ্বস্ত হচ্ছে, আবার কেউ লাভজনক হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। যুবরাজ নগর বিধানসভা কেন্দ্রাধীন যুবরাজ নগর পঞ্চায়েতে ব্যাপক রদবদল হয়েছে। ২০১৮ সাল থেকে বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর যুবরাজ নগর পঞ্চায়েতে প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন ২০১৪ সালে বিজেপিতে যোগদান করা বামাচরণ নাথ। এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামাচরণ নাথকে শাসক দলীয় টিকিট না দেওয়ায় তিনি বিক্ষুব্ধ হয়ে সোমবার বামাচরণ নাথ এলাকার বিধায়ক শৈলেন্দ্র নাথের হাত ধরে বিরোধী দল সিপিআইএমে ৪০ জন সমর্থক সহ যোগদান করেন। শুধুমাত্র তাই নয়, বামাচরণ নাথের পুত্রবধূ মিঠু রানী দেবনাথ সিপিআইএম থেকে পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার হিসেবে নমিনেশন জমা দিয়েছেন। এলাকা পরিদর্শনে জনৈক শাসক দলের সমর্থক সঞ্জু নাথ জানিয়েছেন যুবরাজ নগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে এবার ৮ থেকে ৯ জন প্রার্থী নির্দল হিসেবে নমিনেশন জমা দিচ্ছেন।

শাসক দলের প্রতি তাদের আস্থা অব্যাহত থাকলেও শাসক দলে নতুন নেতারা যেভাবে প্রাধান্য পাচ্ছে তাতে পুরনো দুর্দিনে যারা দলের হয়ে কাজ করেছে তারা সঠিক সম্মান না পাওয়ায় বিক্ষুব্ধ হয়ে নির্দল প্রার্থী হিসেবে নমিনেশন জমা দিচ্ছেন। এই এলাকায় শাসকদলের প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে বলে অভিমত রাজনৈতিক মহলের।

গাড়ি ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত এক আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। গাড়ি ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। ওই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন। চড়িলাম মধ্যপাড়ার সানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছেন। দমকলকর্মীরা তাদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবিতে স্থানান্তর করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলে তলিয়ে যাওয়া দুই জনজাতি মহিলা উদ্ধার, মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৫ জুলাই।। রহস্যজনকভাবে একই এলাকার জলে তলিয়ে গিয়েছে দুই জনজাতি মহিলা। এর মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। আরেকজন ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, যুবরাজনগর ব্লক এলাকার বালিদুম এডিসি ভিলেজ এলাকার তিন নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা জয়ন্তী হোলাম এবং খন্তী রিয়াং জুম চাষের জন্য পাহাড়ে জঙ্গল পরিষ্কার করেছিলেন। পরিষ্কার শেষে পুকুরের স্নান করতে গিয়ে জলে তলিয়ে যায় ওই দুই মহিলা। পর্বতী সময়ে বাড়ি না ফেরায় ওই দুই মহিলার পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেছিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর রাতে এক মহিলাকে জলে ভাসতে দেখতে পেয়েছেন তাঁরা। সাথে সাথে তাদেরকে জল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

এদিকে ধর্মনগর দমকলবাহিনীকে খবর পাঠানো হয়েছে। দমকলকর্মীরা ছুটে গিয়ে তাদেরকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। হাসপাতালের চিকিৎসক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেড় লক্ষাধিক টাকার নেশা সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেয়েছে এনসিসি থানার পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ বড়জলা এলাকা থেকে ব্রাউন সুগার সহ তিন যুবককে আটক করে। তাদের কাছ থেকে ৫৬০টি ব্রাউন সুগারের কৌটা সহ নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক দেড় লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন এনসিসি থানার ওসি সুশান্ত দেব।

এনসিসি থানার ওসি সুশান্ত দেব জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবি হাসপাতালের বিছানা থেকে পড়ে মৃত্যু নবজাতকের মা, অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। জি বি হাসপাতালে কর্তব্যরত স্বাস্থ্যকর্মীদের গাফিলতির কারণে সদ্যজাত প্রসূতি মায়ের মৃত্যু হয়েছে, এমনই অভিযোগ তুলে মৃতার পরিবারের সদস্যরা হৈচৈ করেছেন। তাঁদের দাবি, শয্যা থেকে পড়ার পর রোগীর কোন খবর রাখেন নি হাসপাতালের কর্তব্যরত স্বাস্থ্যকর্মীরা। প্রায় দীর্ঘক্ষণ যাবৎ নিচে পড়ে রয়েছিলেন সেই রোগী। পর্রবতী সময়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে রোগীর পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর সেই রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ওই ঘটনায় কিছুক্ষনের জন্য হাসপাতাল চত্বরে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছিল।

মৃতার পরিবারের জনৈক সদস্য জানিয়েছেন, খোয়াই জেলার মড়ছড়া এলাকায় বাসিন্দা সুমন দাস তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রী সুপ্রিয়া দাসকে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন। তেলিয়ামুড়া হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। গতকাল রাতে জিবি হাসপাতালে তাঁর স্ত্রী পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। তখন হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা পরিবারের সদস্যদের মা এবং শিশু উভয় সুস্থ রয়েছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উল্টো রথ ও খার্চি ঘিরে রাজধানীতে জনতার উচ্ছ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই ।। জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সাত দিন মাসির বাড়ি ঘুরে নিজ ঘরে ফিরলেন। প্রথা মেনে এটাই উল্টো রথ। পুরীর জগন্নাথের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাজ্যে ও পালিত হলো জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার ঘরে ফেরার দিনটিকে উল্টো রথ হিসাবে। আগরতলার জগন্নাথ জি মন্দির থেকে রাত বেড়িয়ে শহর পরিক্রমা করে আবার ফিরে আসে জগন্নাথ বাড়িতে একইভাবে ইসকনের রথ শহর পরিক্রমা করে। উল্টো রথকে ঘিরে রাজধানী আগরতলায় জনতার উচ্ছ্বাস চোখে পড়ার মতো। এদিকে খায়ের পুরের চতুর্দশ দেবতার মন্দিরে ঘাটতি উৎসবকে ঘিরে ধর্মপ্রাণ মানুষের ঢল নেমেছিল। গতকাল ছুটির দিন থাকায় ভিড় ছিল অনেক বেশি। তবে সোমবার ওর সন্ধ্যে থেকে উৎসব মানুষের ভিড় ছিল পুরাতন হাবিলিকে ঘিরে। শহর আগরতলা ছাড়াও দূর দূরান্ত থেকে মানুষ খাচ্চি উৎসবে সামিল হতে ভিড় জমিয়েছিল চতুর্দশ দেবতা মন্দিরে। দেবতার আরাধনার পাশাপাশি মেলা ও প্রদর্শনীকে ছারাও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল রাতভর।

এদিকে, সোমবার উল্টো রথের দড়িতে টান দিতে জগন্নাথ বাড়িতে ভীড় জমান রাজধানীর ধর্মপ্রাণ নাগরিকরা।

রথযাত্রার ন্যায় উল্টো রথের দিনেও রাজধানী আগরতলা ব্যাপী সাধারণ ধর্মপ্রাণ নাগরিকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

এদিন জগন্নাথ মন্দির, ইসকন মন্দিরের উল্টো রথযাত্রা অনুষ্ঠান হয়। সকাল থেকেই মন্দিরগুলিতে ধর্মপ্রাণ নাগরিকদের উপচে পড়া ভীড় লক্ষ্য করা গেছে। মূলত বিকেল বাড়ার সাথে সাথে দর্শনার্থীদের উপস্থিতি আরো বৃদ্ধি পায়।

যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রশাসনিক আধিকারিকরা ছিল তৎপর।

মন্দিরগুলির সামনে ভিড় সামলাতে এবং রাস্তার যানজট নিরসনে প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপস্থিতি ছিল এদিন লক্ষণীয়।

এদিন মহা আনন্দে উল্টো রথের দড়িতে টান দিয়েছেন এদিন হিন্দু ধর্মপ্রাণ জনগণেরা। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়েই সম্পন্ন হল এই বছরের রথযাত্রা।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২৭৩ ▫ ১৬ জুলাই ২০২৪ ইং▫ ৩১ আষাঢ় ▫ মঙ্গলবার ▫১৪৩১ বঙ্গাব্দ

পূণ্যার্থীদের সঙ্গেও চীনের আগ্রাসন !

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র তীর্থস্থানে যাইবার ক্ষেত্রে চীন অন্যতম বাধার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে চীনের চুক্তি মারাত্মকভাবে লঙ্ঘিত হইতেছে। ভারত থেকে মানস সরোবর তথা কৈলাস পর্বত যাওয়ার দু'টি বৈধ রুট একক সিদ্ধান্তে বন্ধ করিয়া রাখীল চিন। অন্যদিকে, নেপালের মধ্যে দিয়া মানস সরোবর যাওয়ার যে একটি মাত্র রুট চিনের বদান্যতায় খোলা রহিয়াছে। সেখান দিয়ে পুণ্যার্থীদের মানস তীর্থ ভ্রমণ কার্যত অসম্ভব। সম্প্রতি, কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা সম্পর্কে বিদেশমন্ত্রকের কাছে দাখিল করা একটি আরটিআই-এর উত্তর মিলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। সেখানে ২০১৩ এবং ২০১৪ সালে ভারত-চিনের মধ্যে স্বাক্ষরিত দু'টি চুক্তির অণুলিপিও প্রকাশ করিয়াছে সরকার।চুক্তিতে দেখা যাইতেছে প্রথম চুক্তিটি হয় ভারতের তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী সলমন খুরশিদ এবং চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ইয়ের মধ্যে। সেখানে লেখা হয়, মানস যাত্রার জন্য লিপুলেখ পাসের রুট খুলিয়া দেওয়া হইতেছে। কৈলাস মানস সরোবর যাত্রার দ্বিতীয় রুট নাথুলা পাসের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করিবার জন্য ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৪-সালে ইয়ের সাথে বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের দ্বিতীয় চুক্তিটি স্বাক্ষর হয়।কিন্তু, কোভিডের দোহাই দিয়া ২০২০ সাল থেকে ওই দু'টি রুটই একক সিদ্ধান্তে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে চিন। যদিও ভারতের সঙ্গে হওয়া দুই চুক্তিতেই লেখা রহিয়াছে, কোনও দেশই একক সিদ্ধান্তে এই রুট বন্ধ করিতে পারিবে না। প্রতি পাঁচ বছরে এই চুক্তির মেয়াদবৃদ্ধি হইতে থাকিবে যতক্ষণ না পর্যন্ত এ নিয়ে দু'দেশের মধ্যে কোনও মতানৈক্য তৈরি হয়। তাহা

হইলে কি মানস যাত্রা নিয়া সরাসরি চুক্তির খেলাপ করিতেছে চিন?

বাস্তব ছবিটা হইল, এই দুই চুক্তির কোনওটিই মানিতেছে না চিন। উপরন্তু, নেপাল হইয়া মানস যাওয়ার রাস্তার ক্ষেত্রেও ভারতীয়দের উপর চাপানো হইতেছে অসম্ভব নানারকম বিধি। শুধু তাই নয়, নেপাল হয়ে মানস যাওয়ার রুট এতটাই ব্যয়সাধ্য যে, সাধারণ পুণ্যার্থীদের ক্ষমতার ধরাছোঁয়ার বাইরে।এবছর যেমন, নেপালের নেপালগঞ্জ থেকে বিমানে ২৭,০০০ ফুট উচ্চতা থেকে কৈলাস পর্বত এবং মানস সরোবরের দর্শন করিতে পারিয়াছেন ৩৮ জন ভারতীয়। মাটিতে নামিবার কোনও সুযোগ তাঁহারা পাননি।চিনের এই অনমনীয়তার কারণে উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড়ের ধারচুলায় লিপুলেখের চূড়ায় একটি জায়গা তৈরি করা হইয়াছে যেখান থেকে ভারতীয়রা কৈলাস পর্বতের দর্শন পাইবেন। এখান থেকে কৈলাস পর্বতের দূরত্ব মাত্র ৫০ কিলোমিটার। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হইবে এই দর্শন পর্ব। দর্শনার্থীদের লিপুলেখ পর্যন্ত গাড়িতে গিয়া ভ্যানটেজ পয়েন্ট পর্যন্ত পৌঁছিতে ৮০০ মিটার ট্রেক করিতে হইবে।এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন হইল, চিন কি ভারতের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির স্পষ্ট লঙ্ঘন করিয়া হিন্দুদের পবিত্রতম স্থান কৈলাস ও মানস সরোবরে ভারতীয়দের প্রবেশে এককভাবে বাধা দিতে পারে ? এক্ষেত্রে ভারতের উচিত দৃঢ় পদক্ষেপ করা, এমনটাই মনে করিতেছেন বিশ্লেষকরা। ভারত এই ব্যাপারে কঠোর মনোভাব গ্রহণ না করিলে ভবিষ্যতে চীন আরো আগ্রাসী অনুভব গ্রহণ করিতে পারে।

দক্ষিণবঙ্গে চলতি সপ্তাহেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই, কলকাতা-সহ সব জেলাতেই ঘাটতি

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি.স.): বর্ষা প্রবেশ করলেও দক্ষিণবঙ্গে চলতি সপ্তাহেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। সারা সপ্তাহ ধরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তাতে যদিও বৃষ্টির ঘাটতি মিটবে না। কলকাতায় এখনও পর্যন্ত বৃষ্টির ঘাটতি ৪২ শতাংশ। দক্ষিণবঙ্গে সব থেকে বেশি বৃষ্টির ঘাটতি নদিয়ায়।

আগামী শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বৃষ্টি হবে বিক্ষিপ্ত ভাবে। জেলার সব জায়গায় বৃষ্টি হবে না। কোনও জেলায় সতর্কতা জারি করা হয়নি। উত্তরবঙ্গের সব জেলায় চলতি সপ্তাহে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

বিএসএনএল-এর কাছে সুবর্ণ সুযোগ, পোর্ট করা গ্রাহকের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছেই

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি.স.): বিভিন্ন বেসরকারি মোবাইল পরিষেবা সংস্থাগুলি এক ধাক্কায় মাশুল অনেকটাই বাড়িয়ে দেওয়ায় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড (বিএসএনএল)-এর সামনে ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে গিয়েছে। বিএসএনএল-এর কাছে এখন সুবর্ণ সুযোগ বলাই যেতে পারে। একই সঙ্গে ফোর জি পরিষেবা চালু হওয়া এবং মাশুল হার অপরিবর্তিত থাকার কারণে বহু গ্রাহক বিএসএনএল-এর দিকে ঝুঁকছেন।

শুধুমাত্র পয়লা জুলাই থেকে এ পর্যন্ত গোটা রাজ্যে ৫২ হাজারের বেশি গ্রাহক নতুন বিএসএনএল কানেকশন নিয়েছেন। অন্য সংস্থার থেকে পোর্ট করে বিএসএনএলএ আসা গ্রাহকের সংখ্যা ১৪,৫০৬। এই সময় শুধুমাত্র কলকাতা সার্কেলে ১৬ হাজার ৫০০ জন বিএসএনএল মোবাইল সংযোগ নিয়েছেন। যার মধ্যে ৫৮০০ মানুষ এসেছেন অন্যান্য সংস্থার সংযোগ ছেড়ে। গ্রাহকদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য পরিকাঠামো ঢেলে সাজাচ্ছে বিএসএনএল।

বুলেট দিয়ে নয়, মতপার্থক্যের জবাব ব্যালট বক্সে দিন : জো বাইডেন

ওয়াশিংটন, ১৫ জুলাই (হি.স.): বুলেট দিয়ে নয়, মতপার্থক্যের জবাব ব্যালট বক্সে দিন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর হামলার নিন্দা করে দেশবাসীর উদ্দেশ্য এই মন্তব্য করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। দেশবাসীকে শান্ত থাকার বার্তা দিয়ে জো বাইডেন বলেছেন, 'আমেরিকানরা একে অপরের শত্রু নয়, বন্ধু। যতই মতবিরোধ থাকুক না কেন।"

দেশবাসীর উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে বাইডেন বলেন, "বুলেট দিয়ে নয়, মতপার্থক্যের জবাব ব্যালট বক্সে দিন।" বাইডেন আরও বলেন, "আমাদের এখন শান্ত থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমাদের মধ্যে যতই মতবিরোধ থাকুক না কেন আমেরিকান হিসাবে আমরা একে অপরের বন্ধু, সহকর্মী।" হিংসার পথ থেকে সরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বাইডেন। একই সঙ্গে সকলকে সংযত থাকতে বলেছেন।

হে প্রতিবন্ধী নারী, আমরাও পারি

নারী দুর্বল! নারী অবলা! তাই নারী পারবে না। এই শুনতে শুনতে বেড়ে ওঠা, আমরা প্রতিবন্ধী নারীরা সাধারণ নারীর চেয়েও দুর্বল এবং অসহায় হয়ে পড়ি। ***সাবরিনা সুলতানা***

আমাদের কণ্ঠস্বর কেবলই রুদ্ধ করে রাখা হয়। আমাদের চিৎকারে কানে তুলো গুজে রাখে পরিবার তথা সমাজ। আমাদের সবকিছুতেই কেবলি 'না' 'না' 'না' আর না।

শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসা, বন্ধুত্ব- সামাজিক মেলামেশা সকল ক্ষেত্রেই না। জীবিকার তাগিদে শহরের বাইরে অথবা দূরে কোথাও যেতে চাইলে— ভাই/চাচা/মামা সাথে যাবে, নচেৎ যেও না। নিরাপত্তার অজুহাতে পুরুষতান্ত্রিক পরিবার বারে বারে 'না' সূচক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয় নারীর ওপর। সবক্ষেত্রেই বাধা। ফলে নারীর স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার পথ অতটা সহজ নয়। নারীর বেলায় যেমন শত হাজারও 'না', প্রতিবন্ধী নারীর বেলায় সেই 'না' আরও শতেক হাজারগুণ মাত্রায় চাপানো হয়।

নারী দুর্বল! নারী অবলা! তাই নারী পারবে না। এই শুনতে শুনতে বেড়ে ওঠা, আমরা প্রতিবন্ধী নারীরা সাধারণ নারীর চেয়েও দুর্বল এবং অসহায় হয়ে পড়ি। এই দুর্বল অসহায়ত্ব ক্রমশই যেন আমাদের মেরুদণ্ডহীন করে তুলছে! কিন্তু এখানে প্রশ্ন হলো আমাদের প্রতি পরিবেশগত এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিগত বাধা কেন মানসিক শক্তি অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে?

অসীম মনোবলের অধিকারী গুটিকয় প্রতিবন্ধী নারী এই 'না'-কে উপেক্ষা করে বের হয়ে আসতে চান। কিন্তু সংখ্যায় তা অত্যন্ত নগণ্য এবং উদ্বেগজনক।

বহুযুগের পুরনো ক্রীতদাসদের অবস্থা মনে পড়ছে--- দীর্ঘদিন প্রভুর অধীনে থাকতে থাকতে বদ্ধমূল ধারণার ছাপ পড়ে যেত মননে-মগজে; যেন নিজস্ব চিন্তা-চেতনা-স্বপ্ন বলে কিছু থাকতে নেই। ইচ্ছে নেই। অধিকার নেই। নিজ থেকে কিছুই করার নেই জীবনে। একটা সময় তারা ভাবতে শুরু করতেন, প্রভুর অধীন থেকে বেরিয়ে নিজ পায়ে ভর করে চলতে পারাই সম্ভব নয় কখনো। তারচেয়ে এই বেশ ভালো আছি! 'পরনির্ভরশীলতাই আমার ধর্ম' এই হয়ে যেত তাদের নীতি। ধীরে ধীরে এই পরনির্ভরশীলতার এক চরম পর্যায়ে গিয়ে তাদের মনেই থাকত না স্বাধীনভাবেও বেঁচে থাকা যায়। নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়া যায়। প্রভুর চোখে চোখ রেখেই পৃথিবীর মাটিতে বীরদর্পে ঘুরে বেড়ানো যায়— কিন্তু কিছু ক্রীতদাস মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন বলেই দাসপ্রথা ঘুচেছে এককালে। এরপর সমাজকে পাত্তা না দিয়ে নারীরাও দীর্ঘ সময়ের আন্দোলন-সংগ্রামে খানিকটা এগিয়েছেন। ভুলে গেলে চলবে না, সৃষ্টির আদি পেশা কৃষিকাজের সূচনা হয় নারীর হাত ধরেই। প্রথম কৃষিসমাজ গড়ে ওঠে নারীর সুগঠিত নেতৃত্বে। কিন্তু আমরা কী ভাবছি, কোথায় আছি আমরা প্রতিবন্ধী নারীরা? আদতেই কি আমরা দুর্বল?

আমাদের শারীরিক সীমাবদ্ধতা শিক্ষিত হয়ে ওঠার এবং স্বাধীন জীবনযাপন চর্চার জন্য নিশ্চয়ই বাধা হতে পারে না। আমাদের মনের গহীনে নিজেদের জন্যেও কিছু চাহিদা রয়েছে। পরিবারের বোঝা হয়ে থাকতে নিশ্চয়ই আমাদের কারোরই ইচ্ছে নেই! নানা রঙের ইচ্ছেগুলো ডাল-পালা মেলে দেয়। তবুও আমরা দমিয়ে রাখি। মনে মনে অনেক কিছুই ভাবি এবং বলি। কিন্তু বাবা-মা পরিবার তথা সমাজে প্রকাশ্যে বলতে কীসের এত দ্বিধা- সংকোচ আমাদের!

সিদ্ধান্ত গ্রহণের চর্চা

ক্ষমতায়ন। ছোট্ট এক শব্দের হলেও এর শক্তি সীমাহীন। এটি আসলে একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া। যে প্রক্রিয়ায় নারী তার নিজের জীবনের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পেশা নির্বাচন, পরিবার গঠনসহ সবক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। আপাতদৃষ্টিতে সমাজে এবং পরিবারের শিক্ষা, কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন, নেতৃত্ব, প্রতিনিধিত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের চর্চা, পরিবার গঠন, সামাজিক- সাংস্কৃতিক মেলামেশায় কোথাও আমাদের অবস্থান নেই। এ কথা সত্য নারীকে পুরুষের তুলনায় দুর্বল ও হীন করে দেখার মানসিকতা আজও বদলায়নি। ফলে এখনো আমরা দেখতে পাই, অবলীলায় নারীর প্রতি চরম অবমাননাকর ও অশালীন বক্তব্য দিতে দ্বিধা করছেন না অনেকেই। এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে আমাদেরই নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করতে হবে। শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা অর্জিত হলে পরিবার ও সমাজ এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে বাধ্য। পরিবার যদি তার ছেলে সন্তানকে শিশুকাল থেকেই নারীর প্রতি সম্মান করার গুরুত্ব বিষয়ে শিক্ষা দেয়, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নারীকে সম্মান করতে শিখবে। বিদ্যায়তনে, কর্মক্ষেত্রে এবং রাস্তাঘাটে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতের পথে আমরা অগ্রসর হবো।

নারীর ক্ষমতায়ন আজ মুখে মুখে। নারীর আজকের এই অবস্থান তাদের দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল। নারীর নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার চর্চায় মিলেছে তাদের মুক্তি। কিন্তু এই মুক্তি এত সহজে মেলেনি। একদা নারীর দুর্বল হওয়ার দুর্নাম তাদেরকেই কাটাতে হয়েছে। পুরুষতন্ত্র কর্তৃক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার প্রবল প্রবণতাকে অস্বীকার করে নারীরা সংঘবদ্ধ হয়েছে। সংগঠিতভাবে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে। নারী প্রমাণ করেছে একতাবদ্ধ নারী পুরুষের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী। নিজের সিদ্ধান্ত নিজে গ্রহণের স্বাধীনতা পেয়েছে আন্দোলন বাদ-প্রতিবাদের মাধ্যমে।

সমঅধিকার ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের দাবিতে এক সময়ে নারী আন্দোলন যে কারণে শুরু হয়েছিল; ঠিক একই কারণে আমাদের প্রতিবন্ধী নারীদের সংঘবদ্ধ হওয়া জরুরি। করুণা নয়, আত্মমর্যাদার খোঁজে অহংবোধ নিয়ে সামাজিক মর্যাদাপূর্ণ জীবনের খোঁজে নামতে হবে আমাদের। এর জন্য কিছু বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক. শিক্ষার্জন। দুই. অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। তিন. স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন। চার. রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। কিন্তু সবার আগে যেটি জরুরি তা হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের চর্চা।

শিক্ষার বিকল্প নেই। শিক্ষার মাধ্যমেই আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্ভব এবং সর্বোপরি জরুরি নিজের সিদ্ধান্ত নিজে গ্রহণের চর্চা। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের চর্চা আমাকে আমার পরিবার থেকেই শুরু করতে হবে। কেউ এসে সাহস অথবা শক্তি সঞ্চয় করিয়ে দিয়ে যাবে না। নিজের শক্তিতে নিজেকেই উঠে দাঁড়াতে হবে। সমাজের প্রচলিত প্রথাকে ভেঙে অধিকার আদায়ের চেতনায় উদ্দিপ্ত হয়ে আমাদের সংগঠিত হতে হবে। আর এর জন্য প্রয়োজন অনেক অনেক বেশি সাহসী ও লড়াকু মনোভাব।

পরিবার গঠন ও স্বাস্থ্য

ছোটবেলা থেকে আমাদের চিন্তায় মননে গেঁথে দেয় পরিবার তথা সমাজ--- তুমি স্বাভাবিক নও। সুতরাং সমাজের অন্য দশটা কিশোরী মেয়ের মতোন প্রেম/ভালোবাসা/বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে ভাবনা বহুদূরের কথা বিপরীত লিঙ্গের কারও দিকে ভুলেও নজর দিও না। কারণ তুমি স্বাভাবিক নও। ওসব তোমার জন্য নয়। বিয়ে তথা পরিবার গঠনের স্বপ্ন মহাপাপ আমাদের জন্য।

উঠতে বসতে এসব উপদেশ শুনে বেড়ে উঠতে গিয়ে নারী ধরেই নেয় প্রতিবন্ধিতা যার বর্তমান অবস্থা তার আবার পরিবার গঠন কীসের। তার যেন মন নেই। ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার নেই। জীবনসঙ্গীর হাত ধরে নিজের জগতটিকে সাজিয়ে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা নেই। তার যেনবা যৌন চাহিদাও থাকতে নেই। এহেন মানসিকতা নিয়েই বেড়ে উঠি আমরা বেশিরভাগই।

আমি এখনো অনেকের মানসিকতায় অনুভব করি প্রতিবন্ধী নারীর বিয়ের কথা ভাবাও যেন মহাপাপ। নারী- পুরুষের স্বাভাবিক জৈবিক চাহিদাগুলো বা খোলামেলাই বলি প্রতিবন্ধী মানুষের কথা বলতে গিয়ে আমরাই অনেকে আড়ষ্ট হয়ে পড়ি। যেন বড় কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছি। চুরি- ডাকাতি করে ফেলেছি। আমার প্রশ্ন, কেন আমরা অস্বস্তিবোধ করি এ বিষয়ে কথা বলতে?

মুরুব্বী গোছের বড় মানুষেরা চোখ পাকিয়ে তাকাবেন হয়তো, মেয়ে বেশি পাকনা হয়ে গিয়েছে এই ভেবে। কিন্তু এই ভাবনা যেকোনো অপ্রতিবন্ধী মানুষের জন্য যেমন স্বাভাবিক তেমনি, প্রতিবন্ধী নারী ও পুরুষের বেলাতেও পরিবার গঠন বা একজন জীবনসঙ্গীর স্বপ্ন দেখা একেবারেই স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া।

অনেকেই মনে করেন, প্রতিবন্ধী নারী সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম। অনেকে ভয়ে থাকেন প্রতিবন্ধী নারীর গর্ভের সন্তান প্রতিবন্ধী শিশু হয়েই জন্ম নেবে। কোনো পরিবারে প্রতিবন্ধী সন্তান জন্ম

> **অনেকেই মনে করেন, প্রতিবন্ধী নারী সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম। অনেকে ভয়ে থাকেন প্রতিবন্ধী নারীর গর্ভের সন্তান প্রতিবন্ধী শিশু হয়েই জন্ম নেবে। কোনো পরিবারে প্রতিবন্ধী সন্তান জন্ম নিলে অনাগত সন্তান ধারণ নিয়েও অনেকে আশঙ্কায় ভোগেন। প্রতিবন্ধী ভাই বা বোনের প্রতিবন্ধিতা নিয়ে তারই অপ্রতিবন্ধী ভাই বোনের বিয়েকে কেন্দ্র করে নানা জটিলতা তৈরি হয় স্বজনদের মধ্যে। কিন্তু এই সমস্ত ধারণাই সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার ব্যতীত আর কিছুই নয়।**

নিলে অনাগত সন্তান ধারণ নিয়েও অনেকে আশঙ্কায় ভোগেন। প্রতিবন্ধী ভাই বা বোনের প্রতিবন্ধিতা নিয়ে তারই অপ্রতিবন্ধী ভাই বোনের বিয়েকে কেন্দ্র করে নানা জটিলতা তৈরি হয় স্বজনদের মধ্যে। কিন্তু এই সমস্ত ধারণাই সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার ব্যতীত আর কিছুই নয়। অন্যদিকে, অপ্রতিবন্ধী পুরুষের বহনকৃত জেনেটিক্যাল কারণেও অপ্রতিবন্ধী নারীর গর্ভে প্রতিবন্ধী সন্তান জন্মগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু বরাবরই সমাজ নারীকেই অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। গর্ভধারণের সাথে প্রতিবন্ধিতার কোনো সম্পর্ক নেই। দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক যেকোনো কারণেই প্রতিবন্ধিতা বরণ করতে পারেন যেকোনো শিশু বা মানুষ। অর্থাৎ প্রতিবন্ধী নারীও অপ্রতিবন্ধী সন্তান জন্ম দিতে পারে। চারদিকে ঋতুকালীন পরিচর্যা এবং স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। অথচ আমাদের দেশে প্রতিবন্ধী কিশোরী ও নারীর ঋতু ব্যবস্থাপনা ও প্রজনন-স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে কোনো আলোচনা, প্রশিক্ষণ-উদ্যোগ নেই। সন্তানসম্ভবা প্রতিবন্ধী নারীর প্রজননস্বাস্থ্য সেবায় হাসপাতালগুলোর অব্যবস্থাপনার দিকে নজর দেওয়ার কেউ নেই। স্বাস্থ্য পরীক্ষা-নীরিক্ষা সংক্রান্ত জটিলতা বা প্রবেশগম্য টয়লেটের অপ্রতুলতা ইত্যাদি শতেক আহাজারিতেও কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙায় কার সাধ্যি!

অসচেতনতা এবং সঠিক শিক্ষা ও ধারণার অভাবে প্রান্তিক পর্যায়ের কিশোরী ও নারীদের ঋতুকালীন ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় রয়েছে। আমাদের মধ্যে যারা স্বাধীনভাবে চলাফেরা, পোশাক পরিধান এবং টয়লেট ব্যবহার করতে পারেন না বা সমস্যার মুখোমুখি যারা, বিশেষত এদের মধ্যে আরও বৈষম্যপীড়িত বুদ্ধি প্রতিবন্ধী নারী, মস্তিষ্ক পক্ষাঘাত প্রতিবন্ধী নারী, মাস্কুলার ডিস্ট্রফি প্রতিবন্ধী নারী, অটিস্টিক নারী, মনো-সামাজিক প্রতিবন্ধী নারী, ডাউনসিন্ড্রোম নারীদের ঋতুকালীন পরিচর্যা এবং যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য অধিকার, স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য, পরিচ্ছন্ন থাকার পদ্ধতি বিষয়ে আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র এখনো বিবেচনাহীন অবস্থানে রয়েছে।

একজন নারী তার ব্যক্তিসত্ত্বা ব্যতীতও কখনো মেয়ে, স্ত্রী, কখনো মা হিসেবে জীবনের ধাপগুলো পার করেন। কিন্তু অসচেতন এই সমাজ একজন প্রতিবন্ধী নারীর নারীত্বকে স্বীকার করতে চায় না। ভুল করেও তাকে বিবাহযোগ্য ভাবতে পারে না। এখানে প্রতিবন্ধিতাই তার সবচেয়ে বড় অক্ষমতা হিসেবে গণ্য হয়। সেদিক থেকে প্রতিবন্ধী পুরুষদের এহেন প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন তেমন একটা হতে হয় না। বিয়ের ব্যাপারে প্রতিবন্ধী নারীদের ক্ষেত্রেই এই নেতিবাচক মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব কাজ করে এবং বেশিরভাগের মধ্যেই পারিবারিক ও সামাজিক নেতিবাচক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। অনেকের ধারণা, প্রতিবন্ধিতা তাদের ভাগ্যের ফল, যা থেকে পরিত্রাণ লাভের কোনো উপায় নাই। অন্যদিকে যদি কোনো বিবাহিত প্রতিবন্ধী নারী তার প্রতিবন্ধিতার কারণে গৃহস্থালীর কাজ বা তার ওপর অর্পিত পারিবারিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন অথবা অনেক স্বামী আবেগীয় কারণে প্রতিবন্ধিতার বিষয়টি মেনে নিলেও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে চারিপাশের প্রতিকূলতার সাথে যুদ্ধ করে কোনোরূপ সাহায্য করতে পারেন না। অথবা বাস্তব পরিস্থিতির (সামাজিক ও দৃষ্টিভঙ্গীগত বাধা) কাছে হার মেনে নেয়। কোনো ক্ষেত্রে কয়েক বছরের ব্যবধানেই দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছেদ ঘটে। কিছু ক্ষেত্রে আবার প্রতিবন্ধী মেয়েকে শুধু যৌতুকের লোভে বিয়ে করার উদাহরণও রয়েছে। পরবর্তীতে অযৌক্তিক কারণ দেখিয়ে যৌতুকের সমস্ত সম্পদ হাতিয়ে নিয়ে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে।

এত শত প্রতিকূলতার মধ্যেও কিছু ব্যতিক্রমী উদাহরণ তো রয়েছেই! যারা একে অপরের বিশ্বাসে-ভালোবাসায় হাতে হাত রেখে পার করে দিচ্ছেন আজীবন। ভুলে গেলে চলবে না পরিবার গঠন আমাদের অধিকার। আমরা কেবল মনে মনে স্বপ্ন দেখব না। জীবনসঙ্গীর হাত ধরে ঘর বাধার স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাব। সমাজের সমস্ত নেতিবাচক ধারণা ভাঙতে আমাদের প্রতিবন্ধী মানুষদেরই শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে। পরিবর্তন আসবেই।

প্রসঙ্গ নির্যাতন জন্মলগ্ন থেকেই সমাজে প্রতিবন্ধী নারীদের আলাদা দৃষ্টিতে দেখা হয়। ফলে শহর বা গ্রামে হোক, প্রতিবন্ধী নারীরা মূলত তিনটি ক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার হন। এক. নারী হিসেবে, দুই. প্রতিবন্ধী নারী হিসেবে এবং তিন. দারিদ্র্যের কষাঘাতে। যার সাথে যুক্ত হয় কুসংস্কার ও বৈষম্যমূলক নীতির নির্যাতন। এ সমাজে প্রতিবন্ধী নারীরা প্রতিনিয়ত চরম উপেক্ষা, বৈষম্য ও বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। বিশেষত শ্রবণ প্রতিবন্ধী নারী, শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধী নারী এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও মনোসামাজিক প্রতিবন্ধী নারীদের ওপর যৌন নির্যাতনের অধিকাংশ ঘটনাই জনসমক্ষে আনতে চান না খোদ তাদের পরিবারই। নগণ্য কিছু ঘটনার মামলা হলেও নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইনগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবান্ধব না হওয়ায় এবং আইনের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মামলাগুলোর নিষ্পত্তি হয় না। থানা আদালতগুলোতে সরকারিভাবে নিয়োগ নেই বাংলা ইশারা ভাষা দোভাষীদের। বাংলা ইশারা ভাষা দোভাষী প্রশিক্ষণের উদ্যোগে নীরব ভূমিকায় রাষ্ট্র। ফলে যে সমস্ত শ্রবণ প্রতিবন্ধী নারীর পরিবার বিচার-ব্যবস্থায় আসতে চান দোভাষীর অভাবে তাদের ভাগ্যে সুবিচার মেলে না। অন্যদিকে নির্যাতনের শিকার দৃষ্টি প্রতিবন্ধী নারীদের সাক্ষ্য আদালত কর্তৃক গৃহীত হয় না। বাংলাদেশে বছরে কতজন প্রতিবন্ধী নারী বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হয় তার সঠিক পরিসংখ্যানও নেই সরকারি-বেসরকারি কোনো সংস্থার কাছে।

নারীর ক্ষমতায়নে শীর্ষে, অথচ প্রতিবন্ধী নারী অনুপস্থিত

নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলোতে প্রতিবন্ধী নারীর অনুপস্থিতি নিন্দনীয়। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে সরকার সাধারণ নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেও প্রতিবন্ধী নারীদের ইতিবাচক উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। বাংলাদেশে বর্তমানে নারীর ক্ষমতায়নে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, উদ্যোক্তা তৈরি, ঋণ প্রদান, প্রশিক্ষণ, নারী নির্যাতন বা যৌন সহিংসতা প্রতিরোধ এসব ক্ষেত্রে সরকারের পদক্ষেপ লক্ষণীয়। তবে একই প্রাসঙ্গিকতায় প্রতিবন্ধী নারীদের বিষয়টি গৌণ। বরং প্রতিবন্ধী নারীরা সাধারণ মৌলিক অধিকার থেকেও হচ্ছে বঞ্চিত। এ ছাড়া সরকারি বা বেসরকারি নিয়োগ, প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নারীর সংখ্যাভিত্তিক তথ্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের জরিপ প্রতিবেদনে নিয়মিত পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে প্রতিবন্ধী নারীদের বিষয়ে তেমন কোনো তথ্য নেই। উপরন্তু তথ্যের খোঁজ চাইলে সরকারি দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা হিমশিম খেয়ে যান। স্থানীয় সরকারে সাধারণ নারীরা নির্বাচিত হলেও প্রতিবন্ধী নারীর অংশগ্রহণ- সংক্রান্ত তথ্য নির্বাচন কমিশন বা স্থানীয় সরকার কারও কাছেই নেই। অর্থাৎ সরকারের তথ্যভাণ্ডারে প্রতিবন্ধী নারীরা প্রায় অদৃশ্য। এই সংখ্যাতাত্ত্বিক অবহেলা সমাজের প্রচলিত সেবা বা কল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ। আবার গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে সর্বক্ষেত্রে প্রবেশগম্যতার অভাব। সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অবকাঠামোগত বাধা এ দুয়ে মিলে প্রতিবন্ধী নারীর বৈষম্যপীড়িত অবস্থানকে আরও বেশি ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে। অনুৎসাহিত করছে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে সম-অংশগ্রহণে।

এসডিজি লক্ষ্য ৫ নারীর সমঅধিকার তথা ক্ষমতায়ন চর্চাসহ নানা বিষয় উঠে এসেছে। বাংলাদেশ সরকার এসডিজি অর্জনে কাজ শুরু করার পর আমরা আশা করেছিলাম, সরকার প্রতিবন্ধী নারীদের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে তথ্য সংরক্ষণ, উপাত্ত বিনিময় এবং তা বিশ্লেষণ করেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করবে। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন না হওয়ায় ক্রমান্বয়ে সামাজিক নিরাপত্তা খাতই হয়ে উঠছে প্রতিবন্ধী নারীর শেষ গন্তব্য।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, সরকার বছর বছর সামাজিক নিরাপত্তা খাতে প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে এবং আওতা বাড়াচ্ছে। প্রশ্ন এসেই যায়, তাহলে কী শুধু সামাজিক নিরাপত্তা খাতই প্রতিবন্ধী মানুষের মুক্তির সমাধান? এ কারণেই কী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং প্রবেশগম্যতাসহ নানাক্ষেত্রে অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব, ক্ষমতায়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে প্রতিবন্ধী নারীর বৈষম্যের প্রকটতা লক্ষণীয়! প্রতিবন্ধী নারীর বিষয়ে নির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহের এ প্রসঙ্গে জাতিসংঘসহ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের নিরবতায় আমরা বিস্মিত!

বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী নারীদের ক্ষমতায়ন বা অগ্রগতির অবস্থা পরিমাপের জন্য প্রচলিত সূচকসমূহে নারীর পাশাপাশি প্রতিবন্ধী নারীর সুনির্দিষ্ট তথ্য-উপস্থাপন প্রয়োজন। এজন্য সরকারকে আরও বেশি চাপ প্রয়োগে উদ্যোগী হওয়া দরকার। নতুবা আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে ক্ষমতা ও সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী নারীর বাধাহীন পূর্ণ অংশগ্রহণ ছাড়া চূড়ান্ত বিশ্লেষণে ইতিবাচক পরিবর্তন দৃশ্যমান হবে না। দীর্ঘ ৫০ বছরের আন্দোলন- সংগ্রামের ফলে আজ জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনসহ প্রশাসন, আইন- শৃঙ্খলা ও বিচার বিভাগে নারীর পদচারণা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এই জায়গাগুলোতে প্রতিবন্ধী নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির পরিবেশ তৈরি হয়নি। সরকার গৃহীত লিঙ্গ সংবেদনশীল বাজেটে প্রতিবন্ধী নারীর জন্য বরাদ্দ প্রসঙ্গে অবহেলা কীসের? আমাদের কতদিন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সীমাবদ্ধ রাখা হবে? প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার বিষয়ক সর্বোপরি নারী বিষয়ক সরকারি এবং বেসরকারি নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের যেকোনো সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা গ্রহণেও আমাদের যথাযথ অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এখন সময়ের দাবি। প্রতিবন্ধী নারীর বিষয়টি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা অধিদফতর এবং জাতীয় মহিলা সংস্থার গৃহীত সকল কর্মসূচি ও সুযোগ সুবিধায় অন্তর্ভুক্ত করা না হলে অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ঢাকায় কোটা আন্দোলনকারীদের হটাতে অ্যাকশনে পুলিশ: সংঘর্ষে আহত ২০০

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ১৫ : ঢাকায় কোটা আন্দোলনকারীদের হটাতে অ্যাকশনে বাংলাদেশের পুলিশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রায় ৩ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে কোটাবিরোধী আন্দোলনকারী এবং ছাত্রলীগের মধ্যকার সংঘর্ষে ২০০ জন হয়েছে। এতে করে দীর্ঘ হচ্ছে আহত শিক্ষার্থীর সংখ্যা।

সোমবার বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটের দিকে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোয়েল চত্বর এলাকার ড় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হলের সামনের সড়কের একপাশে ছাত্রলীগ এবং অপর পাশে কোটা আন্দোলনকারীরা অবস্থান করছেন। উভয় পক্ষই থেমে থেমে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় অংশ নিচ্ছেন। একপক্ষ অপরপক্ষের দিকে ইট-পাটকেল ছুড়ে মারছেন। কিছুক্ষণ পরপর ঘটছে ককটেল বিস্ফোরণ। তবে কোন পক্ষ থেকে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হচ্ছে তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলের সামনে কোটাবিরোধী আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ফের সংঘর্ষে জড়িয়েছে ছাত্রলীগ। এ সময় বেশ কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণের শব্দও পাওয়া যায়। ঘটনাস্থলে দেখা যায়, ছাত্রলীগের বিভিন্ন হলের নেতাকর্মীরা লাঠি-সোঁটা নিয়ে সড়কে অবস্থান করছেন। তবে কারা এসব ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষে দুইশ'র বেশি আহত হয়েছেন। এরই মধ্যে তারা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য এসেছেন। তাদের মধ্যে ভর্তি করা হয়েছে ১১ জনকে, যাদের মধ্যে ছাত্রীও রয়েছেন। সংঘর্ষের জন্য আন্দোলনকারীদের দায়ী করেছেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন। তিনি বলেন, শুরু থেকেই আমরা দেশবিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দেখতে পাচ্ছি। আজকেও তারা পূর্বপরিকল্পিত এবং উস্কানিমূলকভাবে কর্মসূচি দিয়েছে। এদিকে, কোটা আন্দোলনকারীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা ও সংঘর্ষের পর ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ঢাবিতে অবস্থান নিয়েছে পুলিশ। সোমবার সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে ঢাবির দোয়েল চত্বর এলাকা থেকে অভিযান শুরু করে তারা। এ সময় আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের একটি গ্রুপ এবং পুলিশের সাঁজোয়া যান একসঙ্গে সামনের দিকে যেতে দেখা যায়। অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের যুগ্ম কমিশনার বিপ্লব কুমার সরকার।

উল্লেখ্য, রবিবার চীন সফর নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে কোটা সংস্কার আন্দোলন প্রসঙ্গে করা এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন 'মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এত ক্ষোভ কেন? মুক্তিযোদ্ধার নাতিপুতিরা কিছুই পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা সব পাবে?' প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের 'রাজাকারের বাচ্চা বা নাতিপুতি' বলা হয়েছে অভিযোগ করে রবিবার রাত থেকে প্রতিবাদ শুরু করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের দফতরে বিক্ষোভ মৎস্যজীবীদের

ক্যানিং, ১৫ জুলাই (হি স) : সোমবার দুপুরে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের দফতরে বিক্ষোভ দেখালেন একদল মৎস্যজীবীরা। জোর করে অফিসে ঢোকার চেষ্টাও করেন তাঁরা। সুন্দরবনের জঙ্গল, নদী, খাঁড়িতে মাছ কাঁকড়া ধরার স্থায়ী বিএলসি বা অনুমতি পত্র দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ দেখান মৎস্যজীবীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ক্যানিং থানার পুলিশ আসে ঘটনাস্থলে। শেষে সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে মৎস্যজীবীদের কয়েকজন প্রতিনিধি সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের আধিকারিকদের সাথে কথা বলেন।

মৎস্যজীবীদের দাবি, সুন্দরবনের নদী খাঁড়িতে মাছ, কাঁকড়া ধরার উপর নানাধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি করছে বন দফতর। একদিকে যেমন মাঝে মধ্যেই মৎস্যজীবীদের জাল, নৌকা কেঁড়ে নেওয়া হচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে সুন্দরবনের নদী, খাঁড়িতে মাছ, কাঁকড়া ধরার জন্য যে অনুমতি বা বিএলসি লাগে তা বাতিল করে দিতে চাইছে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প। স্থায়ী বিএলসির বদলে অস্থায়ী বা প্রভেশানাল বিএলসি প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু মৎস্যজীবীদের দাবি তাঁদের স্থায়ী বিএলসি চাই।

আর সেই দাবিতেই বিগত বেশ কিছুদিন ধরে তাঁরা নানা ভাবে আবেদন, নিবেদন করছেন। কিন্তু সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প কিছুতেই কিছু মানতে চাইছে না বলে অভিযোগ মৎস্যজীবীদের। কয়েকদিন আগেও ব্যাঘ্র প্রকল্পের দফতরে আন্দোলন করেছিলেন সুন্দরবন মৎস্যজীবী রক্ষা কমিটির সদস্যরা। তখনও মৎস্যজীবীদের দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন আধিকারিকরা। কিন্তু সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের তরফে সোমবারও বিএলসি নবীকরণের জন্য মৎস্যজীবীরা এলে তাঁদেরকে অস্থায়ী বিএলসি দেওয়া হলে তাঁরা প্রতিবাদ করেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ক্যানিং থানার পুলিশ আসে সেখানে। শেষ পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সাথে দীর্ঘক্ষণ বৈঠকের পর চলতি মরশুমের জন্য স্বাভাবিক বিএলসি দেওয়ার কথা স্বীকার করেন দফতরের আধিকারিকরা। মৎস্যজীবী গনেশ মন্ডল, আরাফ পিয়াদারা বলেন, " আমরা এই সুন্দরবনের নদী, খাঁড়িতে মাছ, কাঁকড়া ধরেই জীবিকা নির্বাহ করি। বছরের পর বছর বিএলসি নিয়েই মাছ ধরতে যাই। এবার আমাদের বিএলসি জমা নিয়ে প্রবেশানাল বিএলসি দিচ্ছে। পুরাতন বিএলসি বাতিল করতে চাইছে ব্যাঘ্র প্রকল্প। তাই আমরা প্রতিবাদ আন্দোলনে নেমেছি।"

যদিও বন দফতরের দাবি, যারা বিএলসি ব্যবহার করছেন তাঁদের অনেকেই মাছ, কাঁকড়া ধরেন না বর্তমানে।

নিজেদের সেই লাইসেন্স মোটা টাকায় ভাড়া খাটাচ্ছেন। ডিএফডি জোন্স জাস্টিন বলেন, " যারা বর্তমানে বিএলসিধারী রয়েছেন তাঁদের অনেকেই মৎস্যজীবী নন। বিএলসি মোটা টাকায় ভাড়া খাটানো হচ্ছে। এই সব বিএলসি বাতিল করে যারা প্রকৃত মৎস্যজীবী তাঁদেরকে বিএলসি দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।"

পিটিআই-কে নিষিদ্ধ করতে চলেছে পাক সরকার, ইমরানের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের মামলা

ইসলামাবাদ, ১৫ জুলাই (হি.স.): পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)-কে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান সরকার। পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার সোমবার জানিয়েছেন, পাকিস্তান সরকার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)—কে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তিনি আরও জানান, '৯ মে-র ঘটনাতে প্রাক্তন ক্ষমতাসীন দলের জড়িত থাকা এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সঙ্গে পাকিস্তানের চুক্তিতে পিটিআই-এর প্রাক্তন বা বর্তমান নেতাদের চক্রান্ত সংক্রান্ত কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।' দেশদ্রোহের মামলাও হতে পারে ইমরান খানের বিরুদ্ধে।

বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলায় ওমর-পত্নীকে নোটিশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই (হি.স.): বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলায় ওমর আবদুল্লার স্ত্রী পায়েলকে নোটিশ পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। আগেই বিবাহ-বিচ্ছেদ চেয়ে আবেদন করেছিলেন ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা। তারই প্রেক্ষিতে এই নোটিশ পাঠাল শীর্ষ আদালত। গতবছর স্ত্রীর বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য হিংসার অভিযোগ তুলে দিল্লি হাইকোর্টে বিচ্ছেদের মামলা করেন ওমর। কিন্তু এই মামলার কোনও ভিত্তি নেই বলে খারিজ করে দেয় হাইকোর্ট। এরপরই শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন এই ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা। বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া এবং বিচারপতি আহাসানুদ্দিন আমানুল্লার ৬ সপ্তাহের মধ্যে নোটিশের জবাব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন পায়েলকে।

সোমে কমলো সোনা-রুপোর দর

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি. স.): সপ্তাহের শুরুতেই শহরে কিছুটা কমলো সোনার দাম। জানা গেছে, এদিন ২২ ক্যারেট সোনার ১০ গ্রামের দাম ১০০ টাকা কমে হয়েছে ৬৭,৫০০। ১০০ গ্রাম সোনার দাম ১ হাজার টাকা কমে হয়েছে ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। অন্যদিকে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১০ গ্রামে ১১০ টাকা কমে হয়েছে ৭৩,৬৪০টাকা। ১০০ গ্রাম সোনার দাম ১১১০ টাকা কমে হয়েছে ৭ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪০০ টাকা। এছাড়া ১৮ ক্যারেট সোনার ১০ গ্রামের দাম ৮০ টাকা কমে হয়েছে ৫৫,২৩০ টাকা। ১০০ গ্রাম সোনার দাম ৮০০ টাকা কমে হয়েছে ৫,৫২,৩০০ টাকা।

চুরির কিনারা করল পুলিশ, ক্যানিং থেকে গ্রেফতার এক অভিযুক্ত

ক্যানিং, ১৫ জুলাই (হি.স.): চুরির অভিযোগে ক্যানিং থেকে গ্রেফতার এক অভিযুক্ত। ধৃতের নাম আকাশ সাউ। জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার গভীর রাতে কলকাতার বি কে পাল অ্যাভিনিউয়ের একটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। খোয়া যায় নগদ-সহ সোনার গয়না, রুপোর বাসনপত্র এবং ল্যাপটপ। এরপরই জোড়াবাগান থানার দ্বারস্থ হন বাড়ির মালিক সোমেন শীল।

ধুবড়িতে জলে ডুবে দুই শিশুকন্যার মৃত্যু, এক উদ্ধার

ধুবড়ি (অসম), ১৫ জুলাই (হি.স.) : ধুবড়িতে জলে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে ডুবন্ত আরেক শিশুকে। এরা সবাই একই পরিবারের সন্তান।

ঘটনা ধুবড়ি জেলার অন্তর্গত গৌরীপুর থানা এলাকায় সংঘটিত হয়েছে। দুর্ঘটনার পর ছয় বছর বয়সি আবু সাঈদ এবং আট বছর বয়সি সুলতানা পারবিনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করেছে পুলিশ এবং স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (এসডিআরএফ)। দুই শিশুর মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য ধুবড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

এদিকে তৃতীয় কন্যাশিশুকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য একই হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, তিন শিশুর মধ্যে একটি শিশু বন্যার জলে পড়ে গিয়েছিল। তা দেখে দুই শিশু তাকে জল থেকে উদ্ধার করে জলে নামে। এর পর তিনজনেই নিখোঁজ হয়ে যায়।

ঘটনার খবর পাঠানো হয় গৌরীপুর থানায়। থানা থেকে এসডিআরএফ-এর দল নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। তাঁরা জলে নেমে শুরু করেন উদ্ধার অভিযান।

কেদারনাথ থেকে উধাও ২২৮ কেজি সোনা, বিস্ফোরক অভিযোগ জ্যোতির্মঠ শঙ্করাচার্য্যের

মুম্বই, ১৫ জুলাই (হি.স.): বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন জ্যোতির্মঠ শঙ্করাচার্য্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ। সোমবার তিনি বলেছেন, কেদারনাথ থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে ২২৮ কেজি সোনা। দিল্লিতে কেদারনাথ মন্দির নির্মাণ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন জ্যোতির্মঠ শঙ্করাচার্য্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ।

এদিন মুম্বইয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছেন, 'কেদারনাথে সোনা কেলেঙ্কারি হয়েছে, সেই প্রসঙ্গ উঠছে না কেন? সেখানে কেলেঙ্কারি করার পর এখন দিল্লিতে কেদারনাথ তৈরি হবে? এবং তারপর আরেকটি কেলেঙ্কারি হবে। কেদারনাথ থেকে ২২৮ কেজি সোনা উধাও। কোনও তদন্ত শুরু হয়নি। এর জন্য দায়ী কে?... এখন বলছে তারা দিল্লিতে কেদারনাথ নির্মাণ করবে, এটা হতে পারে না।'

নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের শত্রু নন, মন্তব্য জ্যোতির্মঠ শঙ্করাচার্য্যের

মুম্বই, ১৫ জুলাই (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে মুখ খুললেন জ্যোতির্মঠ শঙ্করাচার্য্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ। একইসঙ্গে বলেছেন, নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের শত্রু নন। রিলায়েন্স কর্তা মুকেশ আম্বানি ও নীতা আম্বানির ছোট ছেলে অনন্ত আম্বানি এবং রাধিকা মার্চেন্টের বিয়েতে বসেছিল চাঁদের হাট। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বনদম্পতিকে আশীর্বাদ জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিয়ের অনুষ্ঠানে আসেন জ্যোতির্মঠ এবং দ্বারকা পীঠের শঙ্করাচার্য্য। তাঁর সে দেখা করে আশীর্বাদ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এ প্রসঙ্গে সোমবার মুম্বইয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হন জ্যোতির্মঠ শঙ্করাচার্য্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ। তিনি বলেছেন, 'হ্যাঁ, তিনি (প্রধানমন্ত্রী মোদী) আমার কাছে এসে 'প্রণাম' করেছিলেন। যে আমাদের কাছে আসবে, আমরা তাঁকেই আশীর্বাদ করব এটাই আমাদের নিয়ম।

নরেন্দ্র মোদী আমাদের শত্রু নন। আমরা তাঁর শুভাকাঙ্খী এবং সর্বদা তাঁর কল্যাণে কথা বলি। তিনি যদি ভুল করে থাকেন, তাহলে আমরা সেটাও তুলে ধরি।'

মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও গোয়ায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা, মধ্যপ্রদেশেও অত্যধিক বর্ষণের পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই (হি.স.) : মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও গোয়ায় আগামী ২৪ ঘন্টা ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। মধ্যপ্রদেশেও অত্যধিক বর্ষণের পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। আগামী ২৪ ঘন্টায় ভারী বর্ষণের সতর্কতা জারি করা হয়েছে তেলেঙ্গানা, ওডিশা, দক্ষিণ ছত্তিশগড় এবং অন্ধ্রপ্রদেশেও। দেশের বর্তমান বর্ষা পরিস্থিতি সম্পর্কে সোমবার আইএমডি-র বিজ্ঞানী সোমা সেন বলেছেন, 'আজ এবং আগামীকাল গুজরাট, কোঙ্কন, গোয়া, মধ্য মহারাষ্ট্র, উপকূলীয় কর্ণাটকে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত প্রত্যাশিত। আগামী ৪ দিন সমগ্র পশ্চিম উপকূলে "রেড" সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, ওডিশা, দক্ষিণ ছত্তিসগড় এবং অন্ধ্রপ্রদেশে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে শীঘ্রই উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে। তিনি আরও জানিয়েছেন, উত্তরাখণ্ডেও আগামীকালের পর অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুধুমাত্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

রিয়াবাড়ি চা বাগানে খাঁচাবন্দি চিতা

বানারহাট, ১৫ জুলাই (হি. স.): চা বাগানে ফের খাঁচাবন্দি হল চিতাবাঘ। রিয়াবাড়ি চা বাগানের ঘটনা। বন দফতর ২ নং সেকশনে খাঁচা বসায়। সেই খাঁচায় ওই চিতাবাঘটি ধরা পড়ে। জানা গেছে, সোমবার ভোরে বাগানের শ্রমিকরা চিতাবাঘের গর্জন শুনতে পান। খাঁচার সামনে যেতেই দেখেন ভেতরে আটকে রয়েছে চিতাবাঘ। তাঁরা খবর দেন বন দফতরে। বনকর্মীরা এসে চিতাবাঘটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। বন দফতর সূত্রে খবর, প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিতাবাঘটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে। চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হওয়ায় কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে শ্রমিকদের মধ্যে।

কোডারমায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু মহিলার

কোডারমা, ১৫ জুলাই (হি.স.) : ঝাড়খন্ডের কোডারমা থানার অন্তর্গত পূর্ণনগরে সোমবার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। মৃত মহিলার নাম যশোদা দেবী (৫৪)।

জানা গেছে, ওই মহিলার বাড়ির পাশে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল, সেখানেই বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এসে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাকে কোডারমা সদর হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় এবং তদন্ত শুরু করেছে।

উল্টোরথে ফালাকাটায় ছাপ্পান্ন-ভোজ জগন্নাথের

ফালাকাটা, ১৫ জুলাই (হি. স.): সোমবার উলটোরথের দিন বলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথের ৫৬ পদে ভোগের ব্যবস্থা করা হয়। ফালাকাটা ইসকনের পরিচালনায় স্থানীয় মহাকালবাড়িতে জগন্নাথ দেবের রথ উৎসব উপলক্ষ্যে এদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানেই রথযাত্রার দিন থেকে ৫৬ রকমের ভোগ নিবেদন করা হচ্ছে বলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথকে। সোমবার উলটোরথের দিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

জানা গেছে, ফালাকাটা শীতলাবাড়ি, গৌড়ীয় মঠ এবং সুভাষপল্লি গিরিধারী আশ্রমের তরফেও উলটোরথের আয়োজন করা হয়। উলটোরথেও ভক্তের ঢল নামায় আশাবাদী ফালাকাটার রথযাত্রা কমিটিগুলি।

উত্তর প্রদেশের গোন্ডায় বন্যা পরিস্থিতি, নৌকায় চলছে যাতায়াত

গোন্ডা, ১৫ জুলাই (হি.স.): প্রবল বৃষ্টিতে জলস্তর বাড়ছে সরযূ নদীর, নদীর জলস্তর বৃদ্ধির ফলে উত্তর প্রদেশের গোন্ডায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। গোন্ডা শহরের দু'টি তালুকার জনবসতিপূর্ণ এলাকায় জল ঢুকেছে সরযূ নদীর। রাস্তা ডুবে গিয়েছে। অগত্যা নৌকায় যাতায়াত করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষজনকে।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
Notice Inviting e-tender

PNIe-T-No: 03/EE/DWS/AMC/2024-25/ **Dated:- 12-07-2024**

The Executive Engineer, DWS Division, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC, invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:-

Sl. No.	DNIET. No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION
1	DNIeT No: 06/EE/DWS/AMC/2024-25	Rs.14,24,200/-	Rs.28,484/-	60 days

1. Last date and time for document downloading / bidding: **26-07-2024. 15.00 Hrs.**
2. **Time and date of opening of bid : 26-07-2024 at 16.00 Hrs if possible.**
3. Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/-Illegible
(Er. J. Chakraborty)
Executive Engineer,
DWS Division
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
Notice Inviting e-tender

PNIe-T-No: 03/EE/DIV-III/AMC/2024-25, **Dated:- 12-07-2024**

The Executive Engineer, PW DIV-III, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC, invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:-

Sl. No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	Last time and date of submission	TIME FOR COMPLE-TION
1	Construction for 35 Nos Unite ILCS in different places under ward No. 37 AMC **DNIeT No.04/EE/Div-III/AMC/2024-25**	Rs.25,84,806.00	Rs.51,696.00	26-07-2024 at 15.00 hrs.	180 Days
1	Construction for 09 Nos Unite ILCS in different places under ward No. 33 AMC **DNIeT No.05/EE/Div-III/AMC/2024-25**	Rs.6,74,535.00	Rs.13,491.00	26-07-2024 at 15.00 hrs.	120 Days

Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripura tenders.gov.in**

Sd/-Illegible
(Er. J. Chakraborty)
Executive Engineer,
PW Division-III
Agartala Municipal Corporation

No. F. 09 (01)-REV/ACQ/VIII/22 June , 2024

PRELIMINARY NOTIFICATION
(U/S-11 (1) of the RFCTLARR Act, 2013)
SCHEDULE OF LAND

Name of the Distinct : Sepahijala
Name of the Sub-Division : Sonamura
Name of the P. S. : Sonamura
Name of the Mouja : N. C. Nagar Sheet No. 1/P
Name of the Tehsil : Sonamura
Name of Project : Acquisition of land for implementation of w ter supply project by DWS
File No. F. 3 (208)/DM/SPJ./LA/22

Sl. No.	Khatian No.	Plot No.	Class of Land	Acquired Area (In Acres)
1	2	3	4	5
Jote land				
1	B17	614/P	Chara (Nal)	0.04
		617/P	Chara (Nal)	0.03
Total Jote land measuring :-				0.07
Total Khas land measuring :-				0.00
Total Departmental land measuring :-				0.00
Grand total land measuring :-				0.07

ICA/D/496/24

By order of the Governor,
Signed by Cha idra Krishna Malsom
Date: 26-06-20 24 19:25:12 Reason: Appro ved
(C. K. Malsom)
Deputy Secretary to the Government of Tripura.

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

রসুন নয়, কাজু-পোস্ত দিয়েই বানিয়ে নিন মাশরুম

মাশরুমের উপকারিতা অনেক। আজকাল বাজারে বিক্রিও বেড়েছে মাশরুমের। আগের থেকে অনেক বেশি এখন মাশরুম চাষও করা হয়। এখন পাড়ীর দেকান থেকে শুরু করে শপিং মল, সর্বত্রই কিন্তু মাশরুম পাওয়া যায়। মাশরুম ভিটামিন বি, ডি, পটাশিয়াম, কপার, আয়রন এবং সেলেনিয়াম সমৃদ্ধ। এছাড়া মাশরুমে কোলিন নামক একটি বিশেষ পুষ্টি উপাদান রয়েছে, যা পেশীর সক্রিয়তা ও স্মৃতিশক্তি বজায় রাখতে খুবই উপকারী।

মাশরুম অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর। এর মধ্যে বিশেষ হল এরগোথিওনিন, যা বার্ধক্য ঠেকাতে সক্ষম। ওজন কমাতেও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে মাশরুমের। বাজারে দু রকমের মাশরুম পাওয়া যায়। বোতাম মাশরুম এবং ছাতা মাশরুম। এছাড়াও স্টোর করা মাশরুম বা ক্যান মাশরুমও পাওয়া যায়। মাশরুম এর মধ্যে বেশ নোংরা থাকে। তাই মাশরুম আগে দু টুকরো করে নিয়ে গরম জলে নুন আর হলুদ দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ মাশরুম চুবিয়ে রাখতে হবে। এতে মাশরুমের মধ্যেকার যাবতীয় ময়লা বেরিয়ে যায়। এরপর মাশরুম রান্না করুন। অনেক ভাবেই মাশরুম রান্না করা যায়। মাশরুম কষা, চিলি-গার্লিক মাশরুম, ক্রিম মাশরুম এসব খেতে বেশ লাগে। এছাড়াও চিকেন, মাশরুম, কর্ন এসব দিয়েও স্যুপ বানানো যায়। আবার মাশরুম, ব্রকোলি ক্রিম এসব দিয়ে স্যুপ বানালেও খেতে কিন্তু বেশ লাগে। এবার কাজু, পোস্ত অসব দিয়ে বানিয়ে নিন মাশরুম কষা। খেতে লাগবে খানিকটা পোস্ত চিকেনের মতো। দেখে নিন কী ভাবে বানাবেন-

মাশরুম প্রথমে কেটে-ধুয়ে রাখতে হবে। এবার শুকনো কড়াইতে সামান্য ঘি দিয়ে কাজু, কিশমিশ আর ৮ কোয়া গোলমরিচ নেড়ে নিন। ব্লেন্ডারের মধ্যে টকদই বড় তিন চামচ, কাজু, পোস্ত, কিশমিশ, চারমগজ মিশিয়ে বেটে নিতে হবে। এবার কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে পেঁয়াজ কুচি দিন। পেঁয়াজ বেশ লাল লাল হয়ে এলে আদা, রসুন বাটা দিয়ে কষাতে থাকুন। এবার লো ফ্লেমে মাশরুম মিশিয়ে দিন। নেড়েচেড়ে দই-পোস্তর মিশ্রণ ঢেলে দিন। এবার ফুটে উঠলে ক্রিম মিশিয়ে দিন ২ চামচ। স্বাদমতো নুন-চিনি দিন। নামানোর আগে একটু মাখন ছড়িয়ে দিলেই তৈরি এই স্পেশ্যাল মাশরুম। ভাত বা রুটির সঙ্গে খেতে পারেন। সঙ্গে স্যালাড বানিয়ে নিলেই তৈরি অফিসের লাঞ্চবক্স।

শরীরে কোলেস্টেরল কমাতে যা খাবেন

নানান ধরনের খাবার থেকে উচ্চ কোলেস্টেরলের ঝুঁকি থাকে। শরীরকে সুস্থ রাখতে সুষম খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। পুষ্টিকর উপাদান সমৃদ্ধ খাদ্য কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে পারে এবং অন্যান্য রোগের ঝুঁকিও কমায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনলেই কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

পুষ্টিবিদরা বলছেন, প্রতিদিনের খাদ্যতালিকা থেকে অতিরিক্ত চর্বি, কার্বোহাইড্রেট, চিনি বাদ দিতে হবে। এমন খাবার খেতে হবে যাতে ওজন না বাড়ে। ওজন যথাযথ থাকলে কোলেস্টেরলের মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। কোলেস্টেরল কমাতে খাদ্যতালিকায় বিভিন্ন শস্যদানা রাখতে হবে। শস্যে পুষ্টি এবং খনিজ পদার্থ থাকে যা উচ্চ কোলেস্টেরলের কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা প্রতিরোধে সাহায্য করে। এ কারণে প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় পরিমাণমতো গম, চাল, ভুট্টা ইত্যাদি রাখুন। সবুজ শাকসবজি স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণেও সহায়তা করে। এ ছাড়া সবুজ শাকসবজিতে অনেক পুষ্টিকর উপাদান যেমন ফাইবার, পটাশিয়াম, ভিটামিন এ, ভিটামিন সি ইত্যাদি রয়েছে। তাই খাদ্যতালিকায় পালং, মেথি, কলমি, পুঁই, কচু, যে কোনও শাক রাখতে পারেন।

বিভিন্ন রকম ফল খান। কারণ, ফলে ক্যালরি কম এবং পুষ্টিগুণ বেশি। কয়েকটি ফল আবার ফাইবার, পটাশিয়াম এবং ভিটামিন সি-র মতো খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ, যা শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। তরমুজ, পেয়ারা, কিউই, আপেল, কমলা, কলা, পেঁপে স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।

গ্লুকোমা কী? লক্ষণ ও ধরন

গ্লুকোমা চোখের একটি জটিল রোগ। এই রোগকে নিরব ঘাতক বলা হয়। এর কারণে চোখের দৃষ্টি একবার হারিয়ে গেলে তা আর ফেরত আসে না। গ্লুকোমার সর্বশেষ পরিণতি চিরতরে অন্ধ হওয়া। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে যদি এই রোগ ধরা পড়ে, তবে সেই আশঙ্কা নেই বললেই চলে।

এমন অনেক রোগীও আসেন, যাদের গ্লুকোমার কারণে ৯৯ শতাংশ দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। এ অবস্থায় চিকিৎসকের কিছুই করার থাকে না। কিন্তু তিনি যদি এক ভাগ গ্লুকোমা নিয়ে আসতেন, তবে বলা যেতে পারে তিনি অন্ধ হবেন না। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন গ্লুকোমা ফ্যাকাল্টি বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান, অধ্যাপক ডা. এম নজরুল ইসলাম।

গ্লুকোমা কী?: চোখের ভেতর অনেকগুলো নার্ভ রয়েছে। এর ভেতর প্রায় ১২ লাখ নার্ভ বা গ্যাংলিয়ন সেল থাকে। এই সেলগুলোর কাজ হচ্ছে দেখা। ১২ লাখ নার্ভ যখন ঠিক থাকে তখন আমাদের দৃষ্টিশক্তি ঠিক থাকে। সাধারণত কোনো কারণে চোখের প্রেসার বেড়ে গেলে নার্ভগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপটিক নার্ভের মাধ্যমে সংকেত ব্রেনে চলে যায়। তখন আমরা দেখতে পাই। দেহে রক্ত সঞ্চালনের মতো চোখের মধ্যেও জলর এক ধরনের সরবরাহ হয়, যাকে বলে "অ্যাকুয়াস হিউমার"। এই জল তৈরি হয় চোখের পাশ থেকে। এরপর চোখের ভেতর প্রবেশ করে চোখের প্রয়োজনীয় পুষ্টির চাহিদা মেটায়। একপর্যায়ে জল বেরিয়েও যায়। এই জলীয় পদার্থের গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। চোখের কর্নিয়া, লেন্স, ভিট্রিয়াসে কোনো রক্ত সরবরাহ নেই বলে দেখার জন্য এগুলো স্বচ্ছ থাকতে হয়।চোখের মধ্যে একটি কোণ দিয়ে এই জলীয় পদার্থটি বেরিয়ে যায়। কিন্তু কোনো কারণে যদি কোণটি বাধাপ্রাপ্ত হয় বা বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে চোখের মধ্যে প্রেসার বাড়তে থাকে। বেশি বেড়ে গেলে অপটিক নার্ভের মধ্যে কাঁপিং শুরু হয়; গর্ত হয়ে যায়। গর্ত হওয়ার মানে হলো অনেক নার্ভ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। নার্ভের কাজ তখন ব্যাহত হয়। তখন রোগীর দৃষ্টির পরিসীমা কমে যায়। ধীরে ধীরে রোগী তখন অন্ধ হয়ে যায়। সাধারণভাবে বলা যায় চোখের মধ্যে যে প্রেসার সেটা বেড়ে চোখের নার্ভের ক্ষতি হয়। এতে করে অপটিক নার্ভের যে ফাইবার রয়েছে সেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে ব্রেনের সঙ্গে তার যোগাযোগ ব্যাহত হয়। যার কারণে রোগী আর দেখতে পায় না। এ রোগের নামই গ্লুকোমা।

ধরন: গ্লুকোমার কয়েকটি ভাগ রয়েছে। ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমা, ক্লোজড অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমা, সেকেন্ডারি গ্লুকোমা, প্রাইমারি গ্লুকোমা ইত্যাদি। তবে ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমার রোগীই পৃথিবীতে বেশি। ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমার কিছু লক্ষণ থাকে। তবে তা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। যেমন- মাথাব্যথা করা, চশমা নেওয়ার পর দুই মাসের মধ্যেই আবার চোখে সমস্যা দেখা দেয়, ঘনঘন চশমা পরিবর্তন ইত্যাদি। ক্লোজড অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমার কিছু লক্ষণ হলো লাইটের চারপাশে বিভিন্ন রং দেখা, অন্ধকার জায়গায় কাজ করতে সমস্যা হওয়া ইত্যাদি। চিকিৎসা না করালে অ্যাকুড গ্লুকোমা হয়। তখন খুব মাথাব্যথা হয়। রোগী ব্যথায় মাটিতে গড়াগড়ি করতে থাকেন, বমিও করেন অনেকে। পাশাপাশি চোখ লাল হয়, ব্যথা করে, ফুলে যায়, বেশি আলোতে সমস্যা হয়। এ অবস্থায় চোখের দৃষ্টিশক্তি শূন্যে নেমে আসতে পারে।

কাদের ঝুঁকি বেশি?: গ্লুকোমা সবার হয় না। ৪০ বছর বয়সের পর গ্লুকোমার হার সবচেয়ে বেশি। বয়স যত বাড়বে গ্লুকোমা হওয়ার প্রবণতা তত বাড়বে। যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদেরও গ্লুকোমা হওয়ার আশঙ্কা বেশি। যাদের চোখে মাইনাস পাওয়ার তাদেরও হতে পারে। তবে বংশগত গ্লুকোমা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। কারো যদি গ্লুকোমা হয় তার সন্তানদেরও গ্লুকোমা হওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি থাকে। এ জন্য তাদের সন্তানদের খুব দ্রুত গ্লুকোমা পরীক্ষা করা উচিত।

চিকিৎসা: রোগটি শনাক্ত করে দ্রুত চিকিৎসা নিলে সারা জীবন ভালো থাকা যায়। শুরুতে চিকিৎসা করালে যেটুকু চোখ ভালো আছে তা ধরে রাখা যায়। তাই গ্লুকোমার প্রধান চিকিৎসা হলো চোখের প্রেসার কমানো। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তিনভাবে গ্লুকোমার চিকিৎসা করা হয়। প্রথম চোখের ড্রপ যেটা চোখের প্রেসার কমায়। দ্বিতীয়ত, লেজার, এটাও চোখের প্রেসার কমায়। তৃতীয়ত, সার্জারি যা চোখের প্রেসার কমানোর জন্যই করা হয়। তিন ধরনের চিকিৎসার একটাই উদ্দেশ্য- চোখের প্রেসার কমানো। আশার কথা যে বাংলাদেশে গ্লুকোমার সব ধরনের ওষুধ এবং আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা রয়েছে।

আধুনিক শল্যচিকিৎসা: ওষুধ ও লেজার প্রয়োগ করেও কাজ না হলে তখন সার্জারি বা শল্য চিকিতার কথা ভাবতে হয়। এ রকম প্রচলিত একটি চিকিতা "ট্রাবেকুলেক্টমি"। গ্লুকোমার চিকিতায় এটি সারা বিশ্বে ৯৫ শতাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহার হচ্ছে। এটি একটি বাইপাস সার্জারি। হার্টে ব্লক হলে রক্ত চলাচলে যেমন ব্যাঘাত ঘটে, তেমনি চোখের ভেতরের তরল পদার্থ বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হলে চোখের চাপ বাড়তে থাকে। এ জন্য তখন একটি বাইপাস করে দিতে হয়, যাতে তরলটি বেরিয়ে গিয়ে রক্তের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। এতে চোখের ভেতরে চাপ কমে। আবার ট্রাবেকুলেক্টমি সফল না হলে চোখের পাশে ভাল প্রতিস্থাপন করা হয়, যা আমরা বাংলাদেশে করছি। এর সফলতা অনেক বেশি। তবে গ্লুকোমার আরো উন্নত চিকিতা যেমন আই স্ট্যান্ট ইমপ্ল্যান্ট, কেবিডি সার্জারি ইত্যাদি আমরা করতে পারলেও আমাদের দেশে হচ্ছে না।

প্রতিরোধে করণীয়: সচেতন হয়ে পর্যত্যেকের বছরে অন্তত একবার চোখ পরীক্ষা করে জেনে নেওয়া যে কারোর গ্লুকোমা হয়েছে কি না। শনাক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিকিতা করা। গ্লুকোমা রোগটি সাধারণত ৩৫ বছরের পর শুরু হয়। তাই পঁয়ত্রিশোর্ধ ব্যক্তিদের নিয়মিত চেকআপ করা। গ্লুকোমা শনাক্ত হলে প্রতি তিন মাস অন্তর চোখ পরীক্ষা করা উচিত। চিকিৎসকের পরামর্শে নির্ধারিত মাত্রার ওষুধ নিয়মিত ব্যবহার। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া শিশুদের স্টেরয়েড না দেওয়া। দীর্ঘদিন একটি ওষুধ ব্যবহারে এর কার্যকারিতা কমে গেলে বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া।

দেশি রান্নাবান্নায় কী ধরনের ভিনিগার ব্যবহার করবেন?

রান্নাঘরের অন্যতম উপাদান ভিনিগার। রোজের রান্নায় ব্যবহার না হলেও, মাঝে-মধ্যেই প্রয়োজন পড়ে ভিনিগারের। বিশেষত কোনও চাইনিজ রান্নার সময় কিংবা কোনও ফ্রায়েড খাবার প্রিপারেশনের সময় ভিনিগার ছাড়া অচল। হোয়াইট ভিনিগার থেকে শুরু করে অ্যাপেল সিডার ভিনিগার বিভিন্ন ধরনের ভিনিগার রয়েছে, যা রান্নায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু কোন রান্নায় কোন ভিনিগার ব্যবহার করা উচিত, সেটা কি জানা আছে? না জানলে এই নিবন্ধটি রইল আপনার জন্য

হোয়াইট ভিনিগার- বাংলার হেঁশেলে সবচেয়ে বেশি হোয়াইট ভিনিগার ব্যবহার হয়ে থাকে। কমবেশি সব রান্নাতেই এই হোয়াইট ভিনিগার ব্যবহার করা যায়। এই ভিনিগার সহজেই সংরক্ষণ করা যায়। এতে কাঁচা লঙ্কা কেটে রেখে দিতে পারেন। এই ভিনিগারের টক স্বাদের জন্য খাবার খেতেও খুব ভাল হয়। তাছাড়া এই ভিনিগারের অ্যাসিটিড বৈশিষ্ট্য স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

অ্যাপেল সিডার ভিনিগার- রান্নায় খুব বেশি ব্যবহার হয় না অ্যাপেল সিডার ভিনিগার। কিন্তু ওজন কমাতে অনেকেই এই ভিনিগার ব্যবহার করেন। এমনকী ত্বক ও চুলের যত্নেও এই ভিনিগার ব্যবহার করা হয়। মূলত অ্যাপেল সিডার ভিনিগার দিয়ে পানীয় বানিয়ে পান করা হয়। এই পানীয়ই ওজন কমাতে সাহায্য করে।

ওয়াইন ভিনিগার- রেড ওয়াইন কিংবা হোয়াইট ওয়াইন দিয়ে এই ভিনিগার তৈরি করা হয়। দু'ধরনের ভিনিগারই বাজারে উপলব্ধ। মূলত ইউরোপিয়ান খাবারে এই ভিনিগার ব্যবহার করা হয়। একটু মিষ্টি স্বাদের হওয়ায় মাংস, মাছ ম্যারিনেট করতে এই ভিনিগার ব্যবহার করা হয়।

রাইস ভিনিগার- এই ভিনিগার চাল দিয়ে তৈরি করা হয়। রাইস ভিনিগার হলুদ রঙের হয়। তাছাড়া এই ভিনিগারের স্বাদও মিষ্টি। তবে, হোয়াইট ভিনিগারের চেয়ে এই হোয়াইট ভিনিগারের অ্যাসিডিক প্রভাব কম। এই কারণে এই রাইস ভিনিগার বিভিন্ন ধরনের সস কিংবা ডিপ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। মাংস ম্যারিনেটের ক্ষেত্রেও এই ভিনিগার ব্যবহার করা হয়। ব্যালসেমিক ভিনিগার- আঙুরের রস দিয়ে ব্যালসেমিক ভিনিগার তৈরি হওয়ায় এর গন্ধ খুব সুন্দর। তাছাড়া এই ভিনিগার অন্যান্য সব ভিনিগারের চেয়ে স্বাদে মিষ্টি। ওয়াইন তৈরিতে মূলত এই ভিনিগার ব্যবহার করা হয়। দৈনন্দিন জীবনে স্যালাদ, পাস্তা ড্রেসিংয়ের ক্ষেত্রে এই ব্যালসেমিক ভিনিগার ব্যবহার করা হয়। চিলি ভিনিগার- চাইনিজ খাবারে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় চিলি ভিনিগার। চাইনিজ পদ তৈরিতে এক চামচ চিলি ভিনিগার দিলে আর কোনও উপাদানের প্রয়োজন পড়ে না। আপনি যদি চাইনিজ খাবারের ভক্ত হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই এটি রান্নাঘরে রাখুন। চাউমিন, ফ্রায়েড রাইস থেকে স্যুপ সব কিছুতে আপনি এই ভিনিগার ব্যবহার করতে পারেন।

মাঝে মাঝেই মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা? এই ৬ খাবার হাতের কাছে মজুত রাখুন

রোদে ঘোরা, ঠান্ডা লাগা, স্ট্রেস, সাইনাস, মাইগ্রেনের কারণে তো মাথা ব্যথা হয়ই, এর পাশাপাশি ঘুম কম হলে, স্ট্রেস, উদ্বেগ এবং কাজের চাপে অনেকেই সারা বছর মাথা ব্যথায় ভোগেন। অনেকেই তীব্র মাথা যন্ত্রণা দূর করতে ওষুধ খান, তবে চিকিতকের পরামর্শ ছাড়াই কোনও ওষুধ খেলে পার্শ প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

ঘরোয়া উপায়েই অসহ্য মাথা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি মিলতে পারে। ঘরে থাকা সাধারণ কিছু খাবার দিয়েই মাথা ব্যথা অনেকটা কমিয়ে ফেলা যায়। দেখে নিন সেই খাবারগুলি কী কী- এই আর্টিকেলটি সাধারণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে লেখা। বোল্ডস্কাই বাংলা এর সত্যতা যাচাই করেনি বা কাউকে মানতে বাধ্য করছে না। কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার আগে অবশ্যই চিকিতকের সঙ্গে পরামর্শ করে নেবেন।

পর্যাপ্ত জল পান করুন

পর্যাপ্ত জল পান না করলে মাথা ব্যথার সমস্যা বাড়তে পারে। জল পান করা মাথা ব্যথা কমানোর খুব কার্যকর উপায়। দিনে কমপক্ষে ৮ থেকে ১০ গ্লাস জল পান করুন। শরীর হাইড্রেট থাকলে মাথা ব্যথায়ও কম ভুগবেন।

আদা আদায় রয়েছে অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য এবং জিঞ্জেরল যৌগ। আদার এই সব গুণাগুণই মাথা ব্যথা কমাতে খুব উপকারী। আদা থেঁতো করে জলে মিশিয়ে খেতে পারেন। আবার আদা চা বানিয়েও খেতে পারেন। তরমুজ ডিহাইড্রেশন মাথাব্যথার একটি সাধারণ কারণ। শরীরকে হাইড্রেট রাখবে এমন খাবার খাওয়াই ভালো। মাথাব্যথা কমাতে তরমুজ দুর্দান্ত বিকল্প। কারণ এই ফলের বেশিরভাগটাই জল। এতে পটাসিয়ামের মতো ইলেক্ট্রোলাইটও রয়েছে, যা শরীরে তরলের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

কফি

কফি মাথা ব্যথা কমানোর পাশাপাশি শরীরে এনার্জি বাড়াতেও সাহায্য করে। ২০১৭ সালে জার্নাল অফ পেইন-এ প্রকাশিত গবেষণায় দেখা গেছে, টেনশন এবং স্ট্রেস থেকে হওয়া মাথা ব্যথা কমাতে খুবই কার্যকর কফিতে থাকা ক্যাফেইন। ২০১৫ সালে-এ প্রকাশিত গবেষণায় দেখা গেছে, ক্যাফেইন মাইগ্রেনের চিকিতায়ও কার্যকর হতে পারে।

স্যালমন মাছ স্যালমনে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। এই স্বাস্থ্যকর ফ্যাট মাথা ব্যথা উপশম করতে খুবই উপকারী। ২০১৪ সালে নিউট্রিশনাল নিউরোসায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, যাঁরা প্রতিদিন ২ গ্রাম ফিশ অয়েল খান, তাঁরা মাথা ব্যথায় খুব কম ভোগেন। পেপারমিন্ট চা পেপারমিন্ট চা শুধু শরীরের এনার্জি বাড়ায় না, মাথা ব্যথাও কমাতে পারে। পেপারমিন্টে মেন্থল নামক যৌগ রয়েছে, যা ব্যথা-উপশমকারী এবং প্রদাহ বিরোধী বলে মনে করা হয়। উদ্বেগ এবং স্ট্রেস কমাতেও পেপারমিন্ট চা উপকারী।

এই খাবারগুলি রাতে না খাওয়াই ভালো

দিনের যে কোনও সময় ইচ্ছেমতো সব খাবার খাওয়া ঠিক নয়। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। এমন কিছু খাবার রয়েছে, যেগুলি রাতে এড়িয়ে চলাই ভালো। যেমন রাতে দই খেলে অনেকেরই হজমের সমস্যা হয়। বিশেষ করে যাদের সর্দি-কাশির সমস্যা আছে তাদের রাতে টক দই না খাওয়াই ভালো।

চিকিতকদের মতে, সূর্য ডোবার পর দই খেলে শরীরের ভেতরে মিউকাস জমতে শুরু করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সর্দি-কাশির প্রকোপ বাড়ে। একান্তই যদি দই খেতে হয়, তা হলে ঘোল খেতে পারেন। অনেকেই রাতে রুটি খেতে পছন্দ করেন।

কারও বাড়িতে আটার রুটি হয়, কেউ আবার ময়দার রুটি খেতে পছন্দ করেন। তবে আটা-ময়দার তৈরি যে কোনও খাবার হজম করতে বেশ সময় লাগে। যাদের অনেক রাত করে খাওয়ার অভ্যাস, তাদের আটা-ময়দার তৈরি খাবার রাতে না খাওয়াই ভাল। এতে হজমের সমস্যা হয়।

স্থূলতারও ঝুঁকি থাকে। অনেকেই ডায়েটের কারণে রাতে সালাদ খান। তবে কাঁচা শাকসবজির সালাদ রাতে না খাওয়াই ভাল। শাকসবজিতে ভরপুর পরিমাণে ফাইবার থাকে।

রাতে ফাইবার হজম করতে অনেকেরই বেশ সমস্যা হয়। সেক্ষেত্রে দুপুরে বা সকালে কাঁচা সালাদ খান। তবে রাতে খেলে অল্প অলিভ অয়েলে নাড়াচাড়া করে খাওয়া ভালো। রাতে চকোলেট, কফি জাতীয় জিনিস খেলে ক্যাফিনের কারণে ঘুমে ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

রোজ একটু করে খেতে পারলে কোনওদিন শরীরে ক্যালশিয়ামের অভাব হবে না

হাড়ের জোর বাড়াতে, দাঁতের ক্ষয় রুখতে ভূমিকা রয়েছে পোস্ত দানার। কারণ এই পোস্তর মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ক্যালশিয়াম, যা হাড় গঠনের প্রধান উপকরণ। শরীরের কাঠামো তৈরি হয় এই হাড় দিয়েই। এবার হাড় দুর্বল হয়ে গেলে চলাফেরা করাই কঠিন হয়ে যায়। আর তখন শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে একই সঙ্গে নানা সমস্যাও জাঁকিয়ে বসে শরীরে। তবে পোস্তকে একরকম নেশার দ্রব্য বলেই এখনও গণ্য করা হয়। কিন্তু ঠিকভাবে পোস্ত খেতে পারলে তার উপকারিতা অনেক। পোস্ত বীজের মধ্যে রয়েছে ক্যালশিয়াম, আয়রন, ফাইবার, প্রোটিন, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস, পটাশিয়াম, জিঙ্ক, কপার, সেলেনিয়াম এবং ভিটামিন ই। আর তাই যে সব কারণের জন্য পোস্ত অবশ্যই খাবেন- হাড়ের দুর্বলতা দূর করতে- পোস্তর মধ্যে রয়েছে ক্যালশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেশিয়াম এবং জিঙ্ক। যে কারণে পোস্ত হাড়ের ব্যথা কমাতে সক্ষম। পাবমেড সেন্ট্রাল-এর গবেষণায় উঠে এসেছে পোস্তর মধ্যে এই সব উপাদান শরীরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও পোস্তর মধ্যে থাকে ফাইবার। যা অনেকক্ষণ পেট ভরিয়ে রাখে আর সেই সঙ্গে হজমেও কিন্তু সাহায্য করে। গরমের দিনে কাঁচাপোস্ত, কাঁচা পেঁয়াজ আর গরম ভাতেই পেট ঠান্ডা থাকে। যে কোনও ব্যথা কমাতে- পোস্ত বীজের মধ্যে থাকে মরফিন, কোডাইন, থেবাইনের মত উপাদান। ব্যথা উপশমে এই সবকটি উপাদান খুব ভাল কাজ করে। যে কারণে পেইন কিলার হিসেবেও পোস্ত খাওয়া যায়। তবে প্রক্রিয়াবিহীন পোস্ত খাওয়া কিন্তু একেবারেই ঠিক নয়।হৃ হার্ট ঠিক রাখতে- পোস্ত দানার মধ্যে রয়েছে পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট, যা কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে থাকে স্বাস্থ্যকর চর্বি, আর এই চর্বি হার্টের জন্য খুবই উপকারী। পোস্ত কিন্তু সঠিক ভাবে খেতে হবে যদি ঠিকমতো উপকার পেতে হয়। অনেকেই বলছেন সকালে খালি পেটে পোস্ত খেতে। এছাড়াও পোস্ত, কাজু একসঙ্গে বেটে রান্না করলে কিন্তু তার ততটাও স্বাস্থ্য উপকারিতা থাকে না। সবথেকে ভাল যদি কাঁচা পোস্ত খাওয়া যেতে পারে।

অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইনফেকশন নয়তো?

ভোরে ঠাণ্ডা বাতাস আর বেলা বাড়তেই গরম। আবার সন্ধ্যার বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে আসে, ক্ষণে ক্ষণে বদলায় প্রকৃতি। সব মিলিয়ে খামখেয়ালি আবহাওয়া। তার ফলে ঘরে ঘরে জ্বর, সর্দি, কাশি। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা।

চিকিতকদের পরিভাষায় অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইনফেকশন বা ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেসে ভুগছে শিশুরা।

এই সময়ে কীভাবে সুস্থ রাখবেন সন্তানকে? জেনে নিন:

কীভাবে বুঝবেন আপনার শিশু অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইনফেকশনে ভুগছে?

উপসর্গ

- তিন দিনের বেশি জ্বর।
- নাক দিয়ে জল পড়া।
- গলা ব্যথা।
- সারা শরীরে ব্যথা।
- বমি।
- পাতলা পায়খানা।
- দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়া।

এই অবস্থা দেখা দিলে করণীয়:

- শিশুকে বেশি পরিমাণে তরল খাবার খাওয়ান।
- পাতলা পায়খানা হলে শিশুকে স্যালাইন খাওয়ান।
- জ্বর না কমলে গা মুছিয়ে দিতে হবে। শিশুর জ্বর, খাওয়ার পরিমাণ, প্রস্রাবের পরিমাণের কমছে কিনা, সেদিকে নজর রাখুন। পরিবারের খুদে সদস্যকে বাসক এবং তুলসি পাতার রস খাওয়ান। তিন দিনের বেশি জ্বর, শিশুদের প্রস্রাব কমে যাওয়ার, সারাক্ষণ ঝিমুনি, স্বাভাবিকের থেকে দ্রুত শ্বাস নিলে অবশ্যই শিশুকে হাসপাতালে নিয়ে যান।

শিশু যাতে অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইনফেকশনে না ভোগে তাই আগাম সতর্কতা নিন। - বারবার সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলুন। শিশুকেও তা শেখান। - বাইরে থেকে এসে তাড়াতাড়ি জামাকাপড় বদল করুন। - ভিড় থেকে শিশুকে দূরে রাখুন। মাস্ক ব্যবহার করুন।

- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল ব্যবহার করুন। - অসুস্থ শিশুকে ভুলেও স্কুলে পাঠাবেন না।
- শিশুকে বারবার হালকা গরম পানীয় খাওয়ান।

সোমবার আগরতলা পুর নিগমে মেয়র দীপক মজুমদারের নেতৃত্বে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

যদুবাবুর বাজারে দাম বেশি, গ্রেফতারির হুঁশিয়ারি টাস্ক ফোর্সের

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি স) : আনাজপাতি, মাছ প্রভৃতির মত নিত্যসামগ্রির দাম কমাতে উদ্যোগী হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশে ক'দিন ধরে বিভিন্ন বাজারে চলছে অভিযান। সোমবার যদুবাবুর বাজারে যান টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা। সেখানে দেখা যায়, অন্যান্য বাজারের তুলনায় দক্ষিণ কলকাতার ওই বাজারটিতে সমস্ত সবজি ২০ টাকা বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। তাঁর কারণও অকপট ব্যাখ্যা করেছেন ব্যবসায়ীরা।

গত মঙ্গলবার আকাশছোঁয়া সবজির দাম নিয়ে পুলিশকে কড়া নজরদারির নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

১০ দিনের মধ্যে সবজির দাম কমাতে হবে এবং একইসঙ্গে দাম কতটা কমল তা নিয়ে প্রতি সপ্তাহে রিপোর্ট জমা দিতে হবে, স্পষ্ট জানিয়ে দেন তিনি। কিন্তু এক সপ্তাহ কেটে গেলেও কলকাতার বেশ কয়েকটি বাজারে সবজির দামের খুব একটা হেরফের হয়নি। রীতিমতো একটি বাজারের সঙ্গে অন্য বাজারের আনাজের দামে বিস্তর ফারাক। সরকারের নির্দেশ মেনে সবজির দাম না কমালে সোমবার গ্রেফতারির হুঁশিয়ারি দিল টাস্ক ফোর্স।

যদুবাবুর বাজারের এক ব্যবসায়ী দাবি করেন, "এখানকার ক্রেতারা ভালো মানের 'তাজা' সবজি চান। ফলে তেমনভাবেই আমাদের আমদানি করতে হয়। আমরা যে সব ব্যবসায়ীর থেকে সবজি কিনি তাঁরাও আমাদের থেকে বেশি দাম নেন। লাভের জন্য আমাদের দাম বাড়াতে হয়।"

সেক্ষেত্রে দাম কমাতে হলে সরকারকেই পদক্ষেপ করতে হবে বলে দাবি করেন বিক্রেতারা। তাঁরা যে বড় ব্যবসায়ীদের থেকে সবজি কেনেন তাঁদের নির্দিষ্ট দাম নির্ধারণ করে দিতে হবে বলে মত যদুবাবুর বাজারের বিক্রেতাদের।

নারীর জন্য কোটার দাবিতে সরব তসলিমা নাসরিন

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি.স.): সরকারি চাকরিতে কোটা বাতিল দাবিতে উত্তাল ঢাকা! সরকারের বিরুদ্ধে পথে নেমেছেন শিক্ষার্থীরা। এই অবস্থায় নারীর জন্য কোটার দাবিতে সরব হলেন বাংলাদেশের নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন।

সোমবার দুপুরে তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শত শত ছাত্র ছাত্রী ভয়ঙ্কর স্লোগান দিয়ে মিছিল বের করেছে। তারা কি বাধ্য হচ্ছে এমন স্লোগান দিতে? তারা চাকরিতে কোটার বিরোধিতা করছে। নানা রকম কোটার বিরোধিতা পৃথিবীর নানা দেশে মানুষ করেই। এ নতুন কিছু নয়। মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি নাতনিরাও কোটার সুবিধে পাবে, এ হয়তো একটু বাড়াবাড়িই"।

তসলিমা লিখেছেন, "অনেক মুক্তিযোদ্ধার পরিবারেই মোল্লাতন্ত্রকে সমর্থন করার লোক পাওয়া যায়। যারা মুক্তিযুদ্ধ করেনি, তাদের পরিবারে রাজাকারে থিকথিক করছে, তা তো সত্যি নয়। কোটার বিরোধিতা করা মানে তো রাজাকারি করা নয়। তবে যে কোটা অবশ্যই থাকা দরকার, তা নারী কোটা। নারীকে আদিকাল থেকে কুৎসিত পুরুষতান্ত্রিক প্ল্যান অনুযায়ী শিক্ষা এবং স্বনির্ভরতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, সে কারণে নারীর জন্য কোটাটা জরুরি"।

প্রসঙ্গত, সংরক্ষণের দাবি নিয়ে সারাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্ররা প্রতিনিধি বৈঠক করছেন। তাঁদের দাবি, কোটা বিরোধী ইস্যু নিয়ে সংসদে আইন পাস না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। বিক্ষোভ দেখানোর সময় পুলিশের সঙ্গেও ঝামেলা বাধে ছাত্রছাত্রীদের। পুলিশের গাড়িতে ভাঙচুর, হামলা এবং মারধরের ঘটনায় শাহবাগ থানায় মামলা করেছে পুলিশ। এই ঘটনাগুলোতে অভিযুক্ত হিসেবে অজ্ঞাতপরিচয় অনেক শিক্ষার্থীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

ফের সিজিও কমপ্লেক্সে তলব শাহজাহানের তিন ঘনিষ্ঠকে

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি স) : ফের সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হল সন্দেশখালির শাহজাহান শেখের ভাই সিরাজুদ্দিন শেখকে। একই সঙ্গে তলব করা হয়েছে শাহজাহানের জামাই এবং গাড়ির চালককেও।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি সূত্রে খবর, আগামী বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার ওই তিন জনকে তলব করা হয়েছে। ফের হাজিরা এড়ালে আইনি পদক্ষেপ করার কথাও ভাবা হচ্ছে। এর আগে সিরাজুদ্দিন-সহ ওই তিন জনকে মোট তিন বার তলব করা হলেও প্রতি বারই হাজিরা এড়ান তাঁরা। এখনও পর্যন্ত সিরাজুদ্দিনের সন্ধান পাওয়া যায়নি। ইডির তদন্তকারীরা মনে করছেন, তদন্ত থেকে বাঁচতে গা ঢাকা দিয়েছেন সিরাজুদ্দিন।

সন্দেশখালি এবং ন্যাজাট থানায় ২০১৮ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত মহিলা নির্য্যাতন, জমির জবরদখল, স্থানীয় বাসিন্দাদের উপর জুলুমবাজির যে সমস্ত অভিযোগ দায়ের হয়েছে, তার মধ্যে শাহজাহান ছাড়া নাম ছিল শিবু হাজরা এবং অন্যদের। ইডি সূত্রে খবর, সেই মামলার তদন্তের সূত্রেই তাঁকে একাধিক বার তলব করা হয়েছিল সিরাজুদ্দিনকে।

এক্স-বার্তায় মোদী কেপিএস শর্মা ওলিকে

লিখেছেন, "নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপনার নিয়োগের জন্য আপনাকে অভিনন্দন। আমাদের দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের গভীর বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। আমাদের জনগণের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য পারস্পরিক সহযোগিতাকে আরও প্রসারিত করতে হবে। ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য উন্মুখ"।

প্রসঙ্গত, নেপালে চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হলেন কে পি শর্মা ওলি। দেশের প্রেসিডেন্ট রাম চন্দ্র পাউডেল রোববার তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেছেন। সোমবার তিনি শপথ গ্রহণ করেন।

সাধুদের রাজনীতিচর্চার আবশ্যিকতা নিয়ে বার্তা তথাগতর

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি.স.): হিন্দু সাধুরা কেন রাজনীতির ধারেকাছে যেতে পারবেন না? এই প্রশ্ন তুলে প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায় জানিয়েছেন, "এই হতভাগ্য রাজ্যে রাজনীতির বাইরে কিছু হয় না। সেখানে সাধুদের অবশ্যই রাজনীতিচর্চা করতে হবে।"

সোমবার তিনি এক্স-বার্তায় লিখেছেন, "এঁরা হিন্দু সন্ন্যাসী। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরা আক্রান্ত। বাংলাদেশে, যেখানে ভারত সেবাশ্রমের জন্ম, সেখানে হিন্দুরা আক্রান্ত ও পরাভূত। এই অবস্থায় এঁরা হিন্দুধর্ম রক্ষার কাজে নামবেন না ?

তেলেঙ্গানায় বাস দুর্ঘটনা, আহত ১৫ যাত্রী

মেহবুবনগর, ১৫ জুলাই (হি. স.): সোমবার তেলেঙ্গানার মেহবুবনগর জেলার ৪৪ নং জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। ট্রাকের ধাক্কায় উল্টে যায় যাত্রীবোঝাই বাস। জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে যাত্রীদের নিয়ে ৪৪ নং জাতীয় সড়ক ধরে যাচ্ছিল একটি বাস। সেই সময়ই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটিতে ধাক্কা মারে একটি ট্রাক। বাস এবং ট্রাকের সংঘর্ষের ফলে আগুন লেগে যায় বাসটিতে। এই ঘটনায় আহত হয়েছে ১৫ জন যাত্রী।

জানা গেছে, আহত যাত্রীদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের মেহবুবনগর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। আহত যাত্রীদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটলো, তদন্ত করছে পুলিশ।

আবারও প্রবল বৃষ্টি দিল্লিতে, জলমগ্ন হয়ে পড়ল জাতীয় রাজধানী

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই (হি.স.): আবারও প্রবল বৃষ্টিতে ভিজল রাজধানী দিল্লি। সোমবার জাতীয় রাজধানীর প্রায় সর্বত্রই বেশ কিছু সময় ধরে ভারী বৃষ্টি হয়। এই বৃষ্টির ফলে রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তায় জল জমে যায়। তবে, কোথাও যানবাহন চলাচল সেভাবে প্রভাবিত হয়নি। বৃষ্টির জন্য গাড়ির গতি একটু শ্লথ হয়ে যায়।

এদিন সকালে দিল্লি নর্থ এভিনিউ, যোধপুর হাউস, জনপথ, পন্ডিত পন্ত মার্গ সর্বত্রই বৃষ্টি হয়েছে। সিভিল লাইন্স এলাকায় রাস্তায় জলও জমে যায়। বৃষ্টি হয়েছে দিল্লির চাঁদনি চক এলাকাতেও। বেশ কিছু সময়ের বৃষ্টিতে ঘর্মাক্ত আবহাওয়া থেকে কিছুটা হলেও স্বস্তি পেয়েছেন দিল্লিবাসী।

ময়নাগুড়িতে সরকারি মূল্যে আলু বিক্রি শুরু, স্বস্তি পেল মধ্যবিত্ত

ময়নাগুড়ি, ১৫ জুলাই (হি.স.): নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যখন ঊর্ধমুখী দাম, এমন সময়ে সরকারি মূল্যে আলু বিক্রয় শুরু হল জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে। সোমবার ময়নাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির অফিস চত্বরে আলু ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে ২৮ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি করা হয়।

আলু ব্যবসায়ী মানস বিশ্বাস বলেন, এখানে খোলা বাজার থেকে অনেকটাই কম দামে আলু কিনতে পারবেন সাধারণ মানুষ। বাজারের তুলনায় দাম অনেকটাই কম হওয়ায় সকাল থেকেই আলু কিনতে ভিড় জমাচ্ছেন স্থানীয়রা। উচিত দামে আলু কিনে স্বস্তি পেলেন সাধারণ মানুষ।

কুলতলিতে আসামিকে ধরতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ; চলল গুলি, আটক দুই মহিলা

কুলতলি, ১৫ জুলাই (হি.স.): দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলিতে আসামিকে গ্রেফতার করতে গিয়ে আক্রান্ত হল পুলিশ। পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি ঘটেছে কুলতুলি থানা এলাকার জালাবেড়িয়া ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পয়তারহাট এলাকায়। বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালি জানান, অভিযান চালানোর সময় এই ঘটনা ঘটেছে। তবে ঘটনায় কেউ আহত হয়নি। পুলিশকে লক্ষ্য করে বন্দুক দেখানো হয় বলে জানান তিনি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতারণার সাথে যুক্ত সাদ্দাম লস্করকে গ্রেফতার করার জন্য যায় পুলিশ। সাদ্দাম সোনার ঠাকুর বিক্রি করার নামে প্রতারণা করে। কেউ কেনার জন্য গেলে তার সর্বস্ব লুঠ করত। এই রকমই একটি ঘটনার তদন্তে নেমে তল্লাশি অভিযানে গেলে আক্রান্ত হয়। এই ঘটনায় দুই মহিলাকে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থলে আরও অতিরিক্ত ফোর্স পাঠানো হচ্ছে। সোমবার সকালেই এই ঘটনা ঘটে।

উল্লেখ্য, কুলতলি এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই সোনার ঠাকুর বিক্রির নামে একাধিক প্রতারণা চক্র সক্রিয় রয়েছে। অনেকেই প্রতারিত হচ্ছেন দিনের পর দিন। কিছুদিন আগেই একটি প্রতারণা চক্রকে হাতেনাতে ধরে কুলতলি থানার পুলিশ। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রলোভন দেখিয়ে দেবতার সোনার মূর্তি বিক্রির ফাঁদ পেতে চলত এই প্রতারণা। ব্যাগ ভর্তি টাকা নিয়ে ক্রেতারা হাজির হলে সেই টাকা লুঠ করে পালায় দুষ্কৃতীরা। নির্দিষ্ট জায়গায় প্রতিমা নেওয়ার জন্য ডেকে পাঠান হত ওই ক্রেতাকে। মূর্তি নিতে নির্দিষ্ট জায়গায় ওই ক্রেতা পৌঁছলে তাদের সর্বস্ব লুঠ করত প্রতারকরা। বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালি জানান, পুলিশি অভিযান চালানোর সময় এই ঘটনা ঘটেছে। তবে ঘটনায় কেউ আহত হয়নি। তবে তল্লাশি অভিযানের পর প্রতারণা চক্রের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে দুই মহিলাকে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থলে আরও অতিরিক্ত ফোর্স পাঠানো হচ্ছে। ধৃত দুই মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

"যতই পুলিশ-প্রশাসন দলদাসত্ব করুক, মমতা ক্ষমতাচ্যুত হবেন, হবেনই", তোপ তথাগতর

কলকাতা, ১৫ জুলাই, (হি স) : "যতই বিজেপি সাংগঠনিকভাবে দুর্বল হোক, যতই মমতার ঠ্যাঙাড়েবাহিনী ভয় দেখিয়ে মানুষকে চুপ করিয়ে রাখুক, যতই পুলিশ-প্রশাসন দলদাসত্ব করুক, মমতা ক্ষমতাচ্যুত হবেন। হবেনই।" সোমবার এই ভাষাতেই তোপ দাগলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

তিনি এক্স-বার্তায় লিখেছেন, "মুলোগুষ্ঠি দিবারাত্র আমাকে বুড়ো, ঘাটের মড়া, ইত্যাদি বলে যাচ্ছে। এ কথাগুলো তো সত্যিই। কিন্তু যেই না আমি ওদের নেত্রীর সঠিক বয়সের ব্যাপারে মন্তব্য করেছি, বাপরে বাপ, কি বিস্ফোরণ!

কিন্তু কেন ? ওঁর কি বয়স বাড়ে না ? নাকি সুকুমার রায়ের সৃষ্ট হিজি বিজ বিজের মত কিছুটা বেড়ে আবার কমতে থাকে ?

একটা জিনিস বুড়ো হবার ফলে আমি বুঝতে পারি যেটা অল্পবয়সীরা বোঝে না। সেটা হল, রাজনীতিতে চিরস্থায়ী বলে কিছু হয় না"।

দু'দেশের বন্ধুত্বের গভীর বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করতে ওলিকে বার্তা নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই, (হি স) : ৭২ বছর বয়সী কে পি শর্মা ওলি নেপালের কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান। তাঁর দল কমিউনিস্ট পার্টি অব নেপাল (ইউনিফায়েড মার্কস্টি-লেনিনিস্ট) মধ্য-বাম ঘরানার নেপালি কংগ্রেস পার্টির সঙ্গে জোট সরকার গঠন করেছে। সোমবার তাঁকে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ভারী বৃষ্টির জের, বিহারে আবার ভাঙলো সেতু

পাটনা, ১৫ জুলাই (হি. স.): বিহারে সেতু ভাঙার ঘটনা অব্যাহত। এবার ভেঙে পড়ল গয়ার গুলস্করি নদীর উপর অবস্থিত একটি সেতু। ভারী বৃষ্টির জেরে সেতুটি ভেঙে পড়েছে বলে সোমবার জানা গেছে।

জানা গেছে, বিহারের ভগবতী গ্রাম এবং শর্মা গ্রামের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল ওই সেতুটি। সেটি ভেঙে পড়ায় হতাশ স্থানীয়রা। সেতু ভেঙে যাওয়ায় নদীর দুই পাড়ে অবস্থিত দুই গ্রামের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, ওই সেতু পেরিয়েই পড়ুয়ারা স্কুলে যেত। সেতুটি ভেঙে যাওয়ায় এখন স্কুলে যাওয়ার জন্য পড়ুয়াদের বেগ পেতে হবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। উল্লেখ্য, বিগত এক মাসের মধ্যে বিহারে একাধিক সেতু ভাঙে। তাই নিয়ে নীতীশ-সরকারকে নিশানা করেছেন বিরোধীরা।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অংশীদারদের সঙ্গে সহযোগিতা বাড়াতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারত : এস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই (হি.স.): প্রশান্ত মহাসাগরীয় অংশীদারদের সঙ্গে সহযোগিতা বাড়াতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারত। জোর দিয়ে বললেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। মার্শাল দ্বীপপুঞ্জে চারটি কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকে বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর সোমবার বলেছেন, 'ভারতের পক্ষ থেকে নমস্কার।'

তিনি বলেছেন, 'ভারত এবং মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, যা ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ সহযোগিতা ফোরামের তত্ত্বাবধানে বিস্তৃত হয়েছে। চারটি কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে আমি আনন্দিত যে এই প্রকল্পগুলি একটি কমিউনিটি স্পোর্টস সেন্টার, বিমানবন্দর টার্মিনাল, কমিউনিটি সেন্টার-সহ এলাকাগুলিকে বেষ্টিত করে... এইগুলি অবশ্যই মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের জনগণকে আরও ভাল অবকাঠামো প্রদান করবে।'

তীর্থযাত্রীদের আরও একটি দলের অমরনাথের উদ্দেশ্যে রওনা, নিরাপত্তা আঁটোসাঁটোই

জম্মু, ১৪ জুলাই (হি.স.): সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নেই চলছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা। সোমবার সকালে অমরনাথের পবিত্র গুহা মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে তীর্থযাত্রীদের আরও একটি দল। ৪,৮৭৫ জন পুন্যার্থীর আরেকটি দল অমরনাথ দর্শনে জম্মুর ভগবতী নগর যাত্রী নিবাস থেকে রওনা হয়েছে।

কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে গাড়িতে চেপে পুণ্যার্থীরা রওনা হন। এই দলে ৩ হাজার ৪৬৪ জন পুরুষ, ১,৩৩৩ জন মহিলা, ১৪ জন শিশু রয়েছে। এর মধ্যে ১,৯১৮ জন বালতাল এবং ২,৯৫৭ জন পহেলগাঁও বেস ক্যাম্পের উদ্দেশে যাচ্ছেন। সেখান থেকে তাঁরা পবিত্র গুহা মন্দিরের উদ্দেশে যাত্রা করবেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হেমন্তের, কথাও হল উভয়ের মধ্যে

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। সোমবার দিল্লিতে মোদী ও হেমন্তের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়েছে। কথাও হয়েছে উভয়ের মধ্যে। কিছু দিন আগেই ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন হেমন্ত সোরেন। সম্প্রতি তিনি দিল্লিতে রয়েছেন।

বিগত কয়েকদিনে অনেকের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করেছেন হেমন্ত সোরেন। আর সোমবার তিনি "সৌজন্য" সাক্ষাৎ করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে। পুষ্পস্তবক দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন উভয়ে। তাঁদের মধ্যে কথাও হয়েছে নানা বিষয়ে।

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA: TRIPURA
Notice inviting e- tender.

PNIe-T-No: 02/EE/DIV-III/AMC/2024-25, **Dated:-06-07-2024**

The Executive Engineer, PW DIV-III, AMC on behalf of Mayor, AMC invites e-Tenders from enlisted contractors/Firms/Agencies/Manufacturers/Bonafied-suppliers/Authorized-Dealers of Tripura **PWD/TTAADC** in appropriate class and from the contractors registered in the appropriate class of **MES, Railways, CPWD and other states PWD** in PWD form- 7 (seven) for the work:-

Sl. No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING / BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID IF POSSIBLE	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF TENDERER
1	Construction of shed room with toilet near Shirdi SAibaba seva Mandir Baishnav tilla Badharghat Under ward No 49, AMC **DNIeTNo.03/EE/Div-III/AMC/ 2024- 25**	Rs.8,71,106.00	Rs.17,422.00	**90 Days**	**19-07-2024-2024 15.00 Hrs. / 15.00 Hrs.**	**20-07-2024 16.00 Hours**	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Improvement and beautification of war memorial Albart Akka at Ichabazar Dukli under ward No 45 AMC. **DNIeTNo.02/EE/Div-III/AMC/ 2024-25**	Rs.9,05,545.00	Rs.18,111.00					

- The intending bidder must read the terms and conditions of CPWD-6 carefully. He should only submit his/ her bid if he considers himself/herself eligible and he is in possession of all the documents required.
- Information and instruction for bidders posted on website shall form part of bid document.
- The bid document consisting of plans, specifications, the schedule of quantities of various types of items to be executed and the set of terms and conditions of the contract to be complied with and other necessary documents can be seen and down loaded from the website **https://tripuratenders.gov.in** free of cost.
- But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents such as Demand Draft or Deposit -at- call receipt in favour of the **Agartala Municipal Corporation,** Agartala and other documents as specified.
- Those contractors not registered on the website mentioned above, are required to get registered beforehand. This organization shall not remain committed to Impart training on, online bidding process, as per details available on the website.
- The intending bidders must have **valid digital signature** to submit the bid.
- On opening date, the contractor can login and see the bid opening process. After opening of bids he will receive the competitor bid sheets.
- Contractor must ensure to quote rate for each item in case of item rate tenders. The column meant for quoting rate in figures appears in pink color and the moment rate is entered, it turns sky blue. In addition to this, while selecting any of the cells warning appears that if any cell is left blank the same shall be treated as "(0)". Therefore, if any cell is left blank and no rate is quoted by the bidder, rate of such item shall be treated as "0" (zero).
  v) For any enquiry, please contact by e-mail to agartalacity.tripura.gov.in
  vi) tenders.gov.in
- The Bidders shall scan (in 100 dps scan resolution) all the required documents, into PDF format for uploading as part of Bid. Bill of Quantity (BOQ), which is the Rate quoting sheet in Ms-excel shall be downloaded, filled up properly and uploaded in the bid after digital signing. The Bidder shall always open the BOQ sheet with Macros Enabled.

List of the documents to be scanned and uploaded within the period of bid submission:

- *Deposit-et-call / Demand Draft receipt etc. against EMD.*
- *Deposit- at --call / Demand Draft of any scheduled bank towards cost of Bid document.*
- *Registration of firm, Registration as Civil Bidder, Partnership deed, Article of association,*
- ***Copy of registration for G.S.T and valid copy of GST return for last quarter etc.***
- *Copy of professional tax clearance document.*
- *Copy of valid license regarding engagement of workers in the contract works from the Labour Department, Govt. of Tripura.*
- *Copy of PAN card.*

Sd/-Illegible
Executive Engineer,
PW Division- III,
Agartala Municipal Corporation.

F.39/Div-III/AMC/2024-25
F.354/Div-III/AMC/2023-24

Dated: 06-07-2024.

বিজেপি নেতৃত্ব

● প্রথম পাতার পর

এদিকে, বিজেপি নেতারা তাঁদের সমস্ত অভিযোগ শুনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং সমস্ত দাবিদাওয়া জেনেছেন। ক্ষতিগ্রস্তদের দাবি, ইতিপূর্বে হিংসায় ক্ষয়ক্ষতি হলে প্রশাসনের তরফে সঠিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি কখনোই। কিন্তু, এযাত্রায় তা মেনে নেবেন না তাঁরা। আজ ওই এলাকায় ১১টি বিয়ের অনুষ্ঠান রয়েছে। যা পরিস্থিতির কারণে বাতিল হয়েছে। তাতে, পাত্রীপক্ষের সমস্ত আর্থিক ক্ষতি প্রশাসনকে বহন করতে হবে। এছাড়াও, গণ্ডাছড়া মহকুমা জুড়ে বাঙালি অংশের মানুষের ১০০ শতাংশ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

বিজেপি নেতারা তাঁদের সমস্ত দাবি শুনে সুনির্দিষ্ট কোন প্রতিশ্রুতি না দিয়েই সেখান থেকে চলে যান। আসলে, পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে দেখে পুলিশ তাঁদের এসকর্ট করে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে নিয়ে যান। তাতে ক্ষতিগ্রস্তরা আরও রেগে উঠেন এবং মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে গিয়ে ভাঙচুর চালিয়েছেন। তাঁরা এতটাই ক্ষেপেছিলেন যে, পুরো মহকুমা শাসকের কার্যালয় ভেঙ্গে তছনছ করে দিয়েছেন। উত্তেজিত জনতার আক্রমণে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে আসবাবপত্র, দরজা, জানালা, জানালার কাঁচ ভেঙ্গে চুড়মার হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, উত্তেজিত প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, জনতা বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া এবং বিজেপি নেতা সুবল ভৌমিকের গাড়ি ভাঙচুর করেছেন বলে অসমর্থিত সূত্রের খবর। কিন্তু, আজকের পরিস্থিতি আগামীদিনে আরও জটিল আকার ধারণ করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

আহত তিন

● প্রথম পাতার পর

গত ১১ জুলাই বিশালগড় বিদ্যুৎ অফিস সংলগ্ন সড়কে বাস ও বাইকের মধ্যে সংঘর্ষে তরতাজা দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছিল। তার রেশ কাটতে না কাটতেই রবিবার রাতে চড়িলাম মধ্যপাড়া আগরতলা উদয়পুর সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। টিআর০৭এইচ৪৭০৭ নম্বরের বাইক নিয়ে উত্তর চড়িলাম রাজীব কলোনী কালীটিলা এলাকার বাসিন্দা কার্তিক দত্ত(২৪) বাজারে আসছিলেন। অপর দিক থেকে টিআর০১এসি০৪৫২ নম্বরের অল্টো গাড়ি নিয়ে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সজল চক্রবর্তী, সন্দীপন চক্রবর্তীর, লোকেশ রায় নামে তিন ব্যক্তির দ্রুত গতিতে উদয়পুর যাচ্ছিল। ওই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। তাতে কার্তিক দত্তের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। অন্যদিকে রাস্তায় ছিটকে পড়ে যান গাড়িতে থাকা তিন যুবক। গাড়ি ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে বাইক ও গাড়ি দুমড়ে মুছড়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছে বিশ্রামগঞ্জ দমকলবাহিনী। তারা আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক কার্তিক দত্তকে মৃত বলে ঘোষণা দিয়েছে। তাঁর মৃত্যুর খবরে রাজীব কলোনী কালীটিলা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এদিকে খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে গিয়েছে বিশালগড় থানার পুলিশ। এদিকে আহতদের উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলা জিবি হাসপাতালে সানান্তর করা হয়েছে। বিগত এক সপ্তাহের মধ্যে বিশালগড় মহকুমায় সড়ক দুর্ঘটনায় তরতাজা তিন যুবকের মৃত্যুর ঘটনা যেন সিপাহীজলা জেলা জুড়ে জনমনে শোকের ছায়া নেমে এনেছে।

মৃত ১

● প্রথম পাতার পর

জয়ন্তী হালোমকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপরদিকে খুন্তির রিয়াং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

কিন্তু কি ভাবে একই সাথে দুই মহিলা জলে তলিয়ে গেল তা এখনো জানা যায় নি। আজ ময়না তদন্তের পর পরিবারের হাতে জয়ন্তী হালামের মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বর্ধমানে বন্দী অর্ণব দামের পিএইচডি করার প্রক্রিয়ার জট কাটল

পূর্ব বর্ধমান, ১৫ জুলাই, (হি স): কাটল অর্ণব দাম ওরফে ”কমরেড বিক্রমে”র ভর্তির জট। ইতিহাস বিভাগে পিএইচডি-তে ভর্তি হন। কাউন্সেলিংয়ের পর বেরিয়ে সকলকে ধন্যবাদ জানান অর্ণব।সোমবার নির্ধারিত সময়ের প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে তাঁকে বর্ধমান কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার থেকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে আনা হয়। দুপুর তিনটেয় তাঁর কাউন্সেলিং শুরু হয়। গোলাপবাগ ক্যাম্পাসের কম্পোজিট আর্টস বিল্ডিংয়ের কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় মেমোরিয়ালে কাউন্সেলিং হয় তাঁর। হুগলির জেলে যাবজ্জীবন কারাবন্দী মাও নেতা কিষাণজির ঘনিষ্ঠ অর্ণব ওরফে ”কমরেড বিক্রম”। আইআইটি খড়গপুরের প্রাক্তন ছাত্র জেল থেকেই ফের পড়াশোনা শুরু করেন। সম্প্রতি ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে চেয়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন জানান তিনি। পরীক্ষায় প্রথমও হন তিনি। কিন্তু তাঁর ভর্তি নিয়ে তৈরি হয় জটিলতা।শনিবার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গৌতম চন্দ্রের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয় প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষের। সোমবার অর্ণবের কাউন্সেলিং শুরুর আগেই সাংবাদিক বৈঠক করেন উপাচার্য। তিনি বলেন, ’প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষের আশ্বাসে অর্ণবের ভর্তি প্রক্রিয়ার জট কেটেছে। কাউন্সেলিং শুরু করা হয়েছে। আমরা কারা দফতর থেকে যা জানতে চেয়েছিলাম তার সব আশ্বাস পেয়েছি। কারাদপ্তরের চিঠিও এসে যাবে আশা করি।’

বহরমপুরের বাজারে টাস্ক ফোর্স খতিয়ে দেখলো ওজন যন্ত্রও

বহরমপুর, ১৫ জুলাই (হি. স.): সবজির দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে টাস্ক ফোর্স শুধু কলকাতা নয়, জেলার বাজারগুলিও ঘুরে দেখছে। সোমবার বহরমপুরের বিভিন্ন সবজি বাজারে হানা দেয় টাস্ক ফোর্স। বহরমপুর থানা এলাকার বিভিন্ন বাজারে অভিযান চালায় টাস্ক ফোর্স। তাঁরা সবজির গুণমান ও দাম যাচাই করেন। কোনও ব্যবসায়ী যদি ক্রেতাদের কাছ থেকে বেশি দাম নেন, তাহলে প্রশাসন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন টাস্ক ফোর্সের আধিকারিকরা। দাঁড়ি পাল্লায় দোকানদাররা কোনও কারচুপি করছেন কিনা সেটাও খতিয়ে দেখে টাস্ক ফোর্স।

বর্ধমানে সবজির গুদামে হানা টাস্ক ফোর্সের

জামুড়িয়া, ১৫ জুলাই (হি. স.): সবজির দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে টাস্ক ফোর্স শুধু শহরেই নয়, জেলার বাজারগুলিতেও ঘুরে দেখছেন। সোমবার পশ্চিম বর্ধমানের বিভিন্ন সবজি বাজারে হানা দেয় টাস্ক ফোর্স। জামুড়িয়ার বাজার ঘুরে দেখেন তাঁরা। সেখানে ছিলেন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, রাজ্য কৃষি দফতরের আধিকারিকরা ও জামুড়িয়া থানার পুলিশ। জানা গেছে, বাজারে সবজির দোকানের পাশাপাশি সবজির গুদামেও সরেজমিনে ঘুরে দেখেন। প্রতি দোকানদারের নাম ও জিনিসের দামের তালিকাও করেন তাঁরা। খতিয়ে দেখে এক আধিকারিক বলেন, বাজারে মাছ, সবজি—র দাম সব মোটামুটি ঠিক আছে।

নেশা সামগ্রী উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

থানায় খবর আসে বড়জলা এলাকায় তিন যুবক নেশা সামগ্রী বিক্রয় করতে আসবে। সেই মোতাবেক পুলিশ অভিযান চালিয়েছিল। তখন ওই এলাকায় সন্দেহভাজন তিন যুবককে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। তল্লাশিতে ৫৬০টি ব্রাউন সুগার কৌটি, নগদ টাকা এবং একটি মোবাইল বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে। সাথে তিনজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, বাজেয়াপ্ত সামগ্রীর বাজার মূল্য আনুমানিক দেড় লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা হবে। সাথে আজ তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে তোলা হবে।

নতুন মুখ

● প্রথম পাতার পর

জন প্রার্থীও নতুন মুখ। ঠিক তেমনি চন্ডিপুর ব্লকের সমিতি নির্বাচনে ও শাসকদল ব্লকের বিদায়ী চেয়ারম্যান লাকিপাল দাসকে এবং ভাইস চেয়ারম্যান সন্দীপ কর্মীকে দল মনোনয়ন দেয়নি। এই চারজনের বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়ম ও স্বজন পোষনের অভিযোগ থাকায় এদের এবারে বাদ রাখা হয়েছে। চন্ডিপুর ব্লকের সমিতির আসন সংখ্যা এগারোটি। তাছাড়া এগারো জন প্রার্থীই নতুন মুখ।

ভাজপার অন্দরের খবর বিদায়ী সদস্যরা এবারে দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে অনেকের মাঝে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এদিকে জিলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি অমলেন্দু দাস এবং শ্যামল দাসকে রেখে দিয়ে বাকি আসনে নতুন মুখ আনা হয়েছে। পুরানোদের উপর ভরসা রাখতে পারছে না শাসকদল। তাই এই রদবদল। এদিকে পঞ্চায়েত স্তরেও কিছু রদবদল করা হয়েছে। যেমন মৎস্য মন্ত্রী সুধাংশু দাসের নিজের গ্রাম পঞ্চায়েতে সেই বিলাসপুর গ্রাম পঞ্চায়তের গ্রাম প্রধান রতন সরকারকে এবারে নির্বাচনে মনোনয়ন দেয়নি শাসকদল। বিগত পাঁচ বছর শাসকদলের পরিচালনায় ছিল বিলাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েত।

টিংকু

● প্রথম পাতার পর

ঘটেছে। তিনি জানান, খুব তাড়াতাড়ি ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় প্রশাসন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। ক্ষয়ক্ষতির সামগ্রিক চিত্র দেখার ইচ্ছে ছিল আমাদের। তার বদলে এখন ফিরে গিয়ে তাঁদের দাবি-দাওয়া পূরণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রসঙ্গত, আজ মারমুখী জনতা গণ্ডাছড়া মহকুমা শাসকের কার্যালয় ভাঙচুর করেছেন। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে ঠিকই। কিন্তু, পরিবেশ এখনও থমথমে হয়ে রয়েছে।

আহত ৩

● প্রথম পাতার পর

বৃষ্টির কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েই দুর্ঘটনা কবলে পড়ে গাড়িটি। তাতে চালক সহ তিনজন নিরাপত্তারক্ষী আহত হয়েছেন। তাঁদের শান্তিরবাজার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বৃদ্ধার পচাগলা দেহ আগলে মেয়ে, চাঞ্চল্য হাওড়ায়

হাওড়া, ১৫ জুলাই (হি. স.): মায়ের মৃতদেহে পচন ধরেছে, অথচ বেশ কয়েকদিন ধরে মায়ের দেহ আগলে বসে রয়েছে মেয়ে। হাওড়ার চ্যাটার্জিহাট থানার তাঁতিপাড়া এলাকার ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম মিনতি মুখোপাধ্যায় (৭০)। তাঁর দেহ আগলে ছিলেন মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়ে কাকলি। খবর পেয়ে বুধবার পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তিব্বতিবাবা লেনে দোতলা বাড়িতে মেয়ে কাকলিকে নিয়ে থাকতেন মিনতি। দুজনেই মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন বলে দাবি প্রতিবেশীদের। প্রতিবেশীরা জানাচ্ছেন, বাড়ি থেকে খুব বেশি বেরোতেন না তাঁরা কেউই। বেশ কিছু দিন ধরে এলাকায় দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল। মঙ্গলবার রাত থেকে সেই দুর্গন্ধ প্রকট হয়। বুধবার সকালে ঘর থেকে তীব্র পচা গন্ধ বেরোতে থাকে।

শিলিগুড়িতে মহাধূমধামে পালিত হল উল্টো রথযাত্রা

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই (হি. স.) : সোমবার শিলিগুড়িতে মহাধূমধামে পালিত হল উল্টো রথযাত্রা।মাসির বাড়ি থেকে ইসকন মন্দিরে ফিরলেন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা।এবছর শিলিগুড়ির সূর্যনগর মাঠে জগন্নাথদেবের মাসির বাড়ি করা হয়েছিল।সেখানে ৭ দিন ব্যাপী পুজো ও নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।আজ সেখান থেকে থেকে উল্টো রথ বের করা হয়।এদিনও প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়। এদিন উল্টো রথ শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে ইসকন মন্দিরে যায়। সোমবার ছিল উল্টোরথ। রাজ্যের নানা স্থানের মত মধ্য কলকাতার বহুবাজারে গোবিন্দ সেন লেনের দে বাড়িতেও রথ টানা হয়। এবার দে বাড়ির রথের ১২৫ বছর পূর্ণ হল। এই বাড়ির জগন্নাথ মূর্তি নির্মিত হয়েছিল পুরীর নব কলেবরের আগে, জগন্নাথ মূর্তির সমাহিত করার আগে অবশিষ্ট দারুব্রহ্ম কাঠ থেকে। রথটি শাল-সেগুন এবং নিম কাঠের তৈরী। গবেষক সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, আগে রথের সময় এই রথ রাস্তায় বেরত। এখন আর বেরোয় না। বৈদ্যনাথ দে-র সহধর্মিনী চুনিমনি দাসী বাংলা ১৩০৭ সালের মাঘ মাসে এখানে জগন্নাথদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বহুবাজার শিবমন্দিরের পাশ দিয়ে বামদিকের গলিতে এই দে বাড়ি। আগ্রহীদের অনেকেই এ দিন এ দিন রথ দেখতে আসেন দে বাড়িতে।

দিনহাটায় ইন্দো-বাংলা সীমান্তে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত দুষ্কৃতী

দিনহাটা, ১৫ জুলাই (হি. স.) : কোচবিহারের বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া জারিধরলা গ্রাম থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক যুবককে গ্রেফতার করলো পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার রাতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে দিনহাটা থানার পুলিশ। ধৃতের নাম জাহাঙ্গীর আলম। প্রসঙ্গত ধরলা নদী দ্বারা ভারতের মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন গিতালদহ -২ গ্রাম পঞ্চায়েতের জারিধরলা ও দরিবস গ্রাম। গ্রামের ওপারে কোনও কাঁটাতারের বেড়া নেই। ফলে বাংলাদেশ থেকে সহজেই দুষ্কৃতীরা এই দুই গ্রাম দিয়ে রাতের অন্ধকারে ভারতে অবৈধভাবে প্রবেশ করে চোরাচালানের লক্ষ্যে। অপকর্ম করে আবার বাংলাদেশে পালিয়ে যায়। তবে জাহাঙ্গীর আলমের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ঘুষের টাকা নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধৃত ধুবড়ি থানার এসআই ফাজায়েল হক

ধুবড়ি (অসম), ১৫ জুলাই (হি.স.) : ঘুষের টাকা নিতে গিয়ে চিফ মিনিস্টার ভিজিল্যান্স টিমের কাছে হাতেনাতে ধরা পড়েছেন অসম পুলিশের জনৈক সাব-ইনস্পেক্টর। গ্রেফতারকৃত পুলিশ অফিসার ধুবড়ি সদর থানার সাব-ইনস্পেক্টর ফাজায়েল হক।জনৈক ভুক্তভোগীর অভিযোগের ভিত্তিতে এই অভিযান চালিয়েছিল চিফ মিনিস্টার ভিজিল্যান্স টিম। ধুবড়ি সদর থানার সাব-ইনস্পেক্টর ফাজায়েল হকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, একটি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তিনি ৩০ হাজার টাকা দাবি করেছিলেন। প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে একটি মামলা রুজু করে চিফ মিনিস্টার ভিজিল্যান্স টিম তাঁকে ধরতে ছক কষে। কষা ছক অনুযায়ী অভিযুক্ত সাব-ইনস্পেক্টর ফাজায়েল হককে অগ্রিম ৮ হাজার টাকা দিচ্ছিলেন অভিযোগকারী। এই টাকা নেওয়ার সময় চিফ মিনিস্টার ভিজিল্যান্সের আধিকারিকরা তাকে হাতেনাতে পাকড়াও করেন।এ খবর লেখা পর্যন্ত চিফ মিনিস্টার ভিজিল্যান্স টিম ঘুষের অভিযোগ এবং তার সঙ্গে জড়িত থাকার বিষয়ে আরও বিশদ সংগ্রহ করতে থানায় সাব-ইন্সপেক্টর ফাজায়েল হককে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

কামতানাথ মন্দির দর্শন করে ফেরার সময় অটো উল্টে আহত পাঁচ পুণ্যার্থী

ফতেহপুর, ১৫ জুলাই (হি. স.) : উত্তর প্রদেশের চিত্রকূটের কামতানাথ মন্দির দর্শন করে বাড়ি ফেরার সময় দ্রুতগামী অটো উল্টে আহত হয়েছেন পাঁচ পুণ্যার্থী। গুরুতর আহতদের উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে গাজীপুর থানা এলাকার সুকেটি গ্রামের কাছে।সদর কোতোয়ালি এলাকায় অবস্থিত মাসওয়ানি মহল্লার বাসিন্দা শচীন, অজয়, ইশু, পঙ্কজ এবং মোহিত রবিবার চিত্রকূট ধামে বাবা কামতানাথের দর্শন করতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। সোমবার ভোরে সকল পুণ্যার্থী দর্শন করে অটোরিকশা করে ফিরছিলেন। এদিকে অটোটি গাজীপুরের বাবেরু রোডের সুকেটি গ্রামে পৌঁছালে চালক হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উল্টে যায়। দুর্ঘটনার পর পাশ দিয়ে যাওয়া পথচারী ও গ্রামবাসী আহতদের উদ্ধার করে।ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে পার্শবর্তী সিএইচসিতে ভর্তি করে। সেখানে পুণ্যার্থীদের আশঙ্কাজনক অবস্থা দেখে চিকিৎসক তাদের জেলা হাসপাতালে রেফার করেন।

যুবকের গলাকাটা দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য কলকাতায়

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি. স.) : কোয়েস্ট মলের পিছন দিকে একটি বাড়ি থেকে যুবকের গলাকাটা দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য। শনিবার সকালে যুবকের গলাকাটা দেহ উদ্ধার হয়। মৃত যুবকের নাম সামশের আলি (৩৮)। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কড়েয়া থানার পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ঘরে ঢুকে ওই যুবককে গলার নলি কেটে খুন করা হয়েছে। প্রমাণ নষ্ট করতে ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসিটিভি ভাঙচুর করা হয়েছে বলে জানা গেছে। জানা গেছে ব্রাইট স্ট্রিটের বাসিন্দা সামশের আলি ঘরে একাই থাকতেন। পাশের ঘরে স্ত্রী ও পরিবারের অন্য সদস্যরা থাকত। এদিন সকালে স্ত্রী ডাকতে গিয়ে দেখতে পায় দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ। দেখা যায়, রক্তাক্ত অবস্থায় ঘরে পড়ে রয়েছে সামশের। স্ত্রীর চিৎকারে ছুটে আসে পরিবারের বাকিরা ও স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। ঘটনাস্থলে আসে কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড এবং সাউথ ইস্ট ডিভিশনের ডিসিপি ভোলানাথ পাণ্ডে।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

বলে জানিয়েছিলেন। মৃতার স্বামীর অভিযোগ, মায়েদের দেখভাল করার জন্য যে স্বাস্থ্যকর্মীদের রাখা হয় তাঁরা নিজেদের কর্তব্য ঠিকভাবে পালন করেন নি। কারণ, আজ ভোর সাড়ে চারটা নাগাদ শয্যা থেকে হঠাৎ পড়ে গিয়েছিল সুপ্রিয়া। সে দীর্ঘক্ষণ যাবৎ নিচেই পড়েছিল। সে ব্যথায় চিৎকার করতে থাকে। কিন্তু স্বাস্থ্যকর্মীরা এগিয়ে আসেননি। আরও অভিযোগ, চিৎকার শুনে পরিবারের সদস্যরা ভিতরে যেতে চাইলে বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষীরা তাদের যেতে দেননি। পর্বতী সময়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে রোগীর পরিবারকে খবর দিয়েছিল তারা। কিন্তু কিছুক্ষণ মধ্যে সেই গৃহবধূ মৃত্যু কোলে ঢলে পড়েছেন। ওই ঘটনাকে ঘিরে কিছুক্ষনের জন্য হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। পর্বতী সময়ে পরিবারের সদস্যরা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

রাজ্যপাল বনাম মুখ্যমন্ত্রী মামলা, দু’পক্ষের সওয়াল জবাবের পর শুনানি মুলতুবি

কলকাতা, ১৫ জুলাই, (হি স) : সোমবার হাইকোর্টে মুখ্যমন্ত্রী বনাম রাজ্যপালের মামলার শুনানিতে দুই পক্ষের সওয়াল জবাব শুনে রায়দান আপাতত স্থগিতই রাখল আদালত। এই মামলার শুনানিতে মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী জানান, রাজ্যপালের সম্মানহানি হয়, এমন কোনও মন্তব্য করা হয়নি। যদি সম্মানহানি না হয়ে থাকে তবে অন্তর্বর্তী নির্দেশ জারির প্রয়োজন নেই। যদি মূল অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণ হয় তবে জনগণের সেটা জানা প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী জানান, একজন জনপ্রতিনিধির অভিযোগ, তিনি রাজ্যপালের কারণে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না। এটাতে কীভাবে সম্মানহানি হয়? প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী। তিনি বলেন, ”রাজভবনে যে ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ, সেটা ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে। সেটা তো রাজ্যপাল কোথাও চ্যালেঞ্জ করেননি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, তিনি অভিযোগ পেয়েছেন মহিলারা রাজভবনে যেতে ভয় পাচ্ছেন”রাজ্যপালের আইনজীবীর পাল্টা যুক্তি, ”বিভিন্ন বিল নিয়ে রাজ্য-রাজ্যপালের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সংঘাত চলছে। তাই রাজ্যপালের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিদ্বেষমূলক। সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় জানাতে পারতেন যে তিনি রাজভবনে যেতে ভয় পাচ্ছেন। সেটা তিনি করেননি”। রাজ্যপালের আইনজীবী আরও বলেন, ”সবাই বলছেন, তাঁরা বিভিন্ন ব্যক্তি বা মহিলাদের থেকে অভিযোগ পেয়েছেন, জানতে পেরেছেন, রাজভবনে কী ঘটনা ঘটেছিল, ”তাই তাঁরা রাজভবনে যেতে ভয় পাচ্ছেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি বা মহিলা কারা? কেউ নেই। কারও এই ধরনের অভিযোগ সম্পর্কে ব্যক্তিগত জ্ঞান নেই”। দুই পক্ষের সওয়াল জবাব শোনার পর শুনানি মুলতুবি রেখেছেন বিচারপতি। আদালত এই বিষয়ে কোনও পর্যবেক্ষণ রাখেনি। এমনকী, কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশও দেননি।

মহারাষ্ট্রের রত্নগিরিতে জলস্তর বাড়ছে নদীর সতর্কতা জারি

রত্নগিরি, ১৫ জুলাই (হি. স.): মহারাষ্ট্রে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, মহারাষ্ট্রে আগামী কয়েকদিন ভারী থেকে অতি ভারীর সম্ভাবনা। এদিকে জল বাড়তে শুরু করেছে একাধিক নদীর। জানা গেছে, এক নাগাড়ে বৃষ্টিতে মহারাষ্ট্রের রত্নগিরিতে নদীর জল বাড়তে শুরু করেছে। ফলে পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে রত্নগিরি জেলায়। ওই এলাকার মানুষকে সুরক্ষিত রাখতে ইতিমধ্যেই সেখানে বিপর্যয় মোকাবিলা দল মোতায়েন করা হয়েছে। নদীর জল বাড়তে থাকায় মানুষ যাতে বিপদে না পড়েন, সেদিকে নজর রাখা হয়েছে প্রশাসনের তরফে।

হারাষ্ট্রে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, মহারাষ্ট্রে আগামী কয়েকদিন ভারী থেকে অতি ভারীর সম্ভাবনা। এদিকে জল বাড়তে শুরু করেছে একাধিক নদীর। জানা গেছে, এক নাগাড়ে বৃষ্টিতে মহারাষ্ট্রের রত্নগিরিতে নদীর জল বাড়তে শুরু করেছে। ফলে পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে রত্নগিরি জেলায়। ওই এলাকার মানুষকে সুরক্ষিত রাখতে ইতিমধ্যেই সেখানে বিপর্যয় মোকাবিলা দল মোতায়েন করা হয়েছে। মৌসুমী অক্ষরেখা ও ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে উত্তরবঙ্গে ১৩ জুলাই পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। কোথাও কোথাও অত্যধিক ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তারপর থেকে বৃষ্টির পরিমাণ সামান্য কমবে। ১৩ জুলাই উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কালিম্পঙ ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ বৃষ্টিতে ভাসলেও, দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশ করলেও এখনও বৃষ্টির ঘাটতি যথেষ্ট।এদিকে, রাতভর বৃষ্টিতে ফের জলমগ্ন বাণিজ্যনগরী মুম্বই। বৃহস্পতিবার রাত থেকে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয় মুম্বইয়ে, সেই বৃষ্টি থামেনি শুক্রবার সকালেও। শুধুমাত্র মুম্বই নয়, মহারাষ্ট্রের অন্যান্য জেলাতেও ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে মুম্বইয়ের বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যেই জল জমে গিয়েছে।শুক্রবার সকালে মুম্বইয়ের কিং সার্কেল এলাকায় জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। রাতভর অবিরাম বৃষ্টিতে নভি মুম্বইয়ের কিছু অংশ জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। এপিএমসি মার্কেট, টিএম মার্কেট জলের তলায়। রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় ভোগান্তির শিকার হয়েছেন মুম্বইবাসী। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) মুম্বইয়ের ভারী বৃষ্টিপাতের কমলা সতর্কতা জারি করেছে। মহারাষ্ট্রের থানে-তে জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা।

পঞ্চায়েত সমিতির বৈঠক ঘিরে ধুন্ধুমার খানাকুলে মাথা ফাটল সভাপতির

হুগলি, ১৫ জুলাই (হি.স.): পঞ্চায়েত সমিতির রাশ কার হাতে থাকবে তা নিয়ে বৈঠককে কেন্দ্র করে সোমবার তুমুল উত্তেজনা হয়। দুপক্ষের হাতাহাতিতে রীতমতো ধুন্ধুমার পরিস্থিতি হয় খানাকুলে। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী। নামানো হয়েছে ব্যাফ।দীর্ঘদিন ধরেই খানাকুল ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমতির দখল নিয়ে একটা অশান্তি চলছিল। তৃণমূল বোর্ড গঠনের পরই সভাপতি দীপেন মাইতির সঙ্গে পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নইমুল হকের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। পরবর্তীতে দীপেনবাবুর ঘনিষ্ঠ বেশ কয়েকজন পদত্যাগের ইচ্ছে প্রকাশ করেন। এমনকী সভাপতি শম্পা মাইতির কাছে পদত্যাগ পত্রও জমা দেন তাঁরা। এর ফলে পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী কমিটি ভেঙে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়। সমস্যা সমাধানে সোমবার বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সেই বৈঠককে কেন্দ্র করেই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। অভিযোগ, প্রথমেই শম্পা মাইতির মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। ততক্ষণে বাইরে জমায়েত করেন কয়েকশো লোক। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে ময়দানে নামে পুলিশ ও ব্যাফ। প্রবল ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়ে ২ পক্ষ। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে গিয়ে আক্রান্ত হয় পুলিশও। এবিষয়ে এক পঞ্চায়েত সদস্য বলেন, ’সভাপতি ম্যাডামের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাকেও মারধর করা হয়েছে। মূলত ঘটনার জন্য দায়ী নইমূল ওরফে রাঙ্গা।’ এবিষয়ে হুগলি পুলিশের তরফে বলা হয়, ’একটা অশান্তি হয়েছে। উভয় পক্ষকে এলাকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এলাকায় পুলিশ বাহিনী রয়েছে।

এফিডেভিট

আমি শ্রীমতি চয়নিকা দেবনাথ (লালা), বয়স-৪৪, স্বামী-সুশান্ত লালা, নিবাস-ইন্দ্রনগর, মসজিদ রোড, পোঃ- ইন্দ্রনগর, থানা- নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স, ভারতীয় নাগরিক, পশ্চিম ত্রিপুরা। আমার আসল এবং সঠিক নাম চয়নিকা দেবনাথ লালা)। আমার সরকারি যাবতীয় কাগজপত্রে চয়নিকা দেবনাথ (লালা) রয়েছে। কিন্তু আমার ছেলের পাসপোর্ট বইয়ে চয়নিকা লালা আছে। তাই এক নোটারি এফিডেভিট মূলে আমি আজ থেকে চয়নিকা দেবনাথ((লালা) এবং চয়নিকা লালা একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি হয়েছি। এটা আমার জ্ঞান সত্য।

Sd/-
Chayanika Denath (Lala)

ক্রীড়াঙ্গন

মহিলা ফুটবল : ফিরতি লীগেও ফুলো ঝানুকে হারালো স্পোর্টস স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শ্রেয়ার হ্যাটট্রিক। প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের প্রাইজ মানিও তার দখলে। ফিরতি লিগেও ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল জয়ী। প্রথম লীগে ৪-৩ তো, ফিরতি লিগে পাঁচ-শূন্য। ব্যতিক্রম, ফিরতি লীগে ফুলো ঝানু একটি গোলও পরিশোধ করে ব্যবধান কমিয়ে আনার সুযোগ পায়নি। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত বৈকুণ্ঠ নাথ মেমোরিয়াল মহিলা ফুটবলের ফিরতি লীগের খেলায় ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল পাঁচ-শূন্য গোলের ব্যবধানে ফুলো ঝানু ক্লাবকে পরাজিত করেছে। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল ৪-০ গোলে এগিয়ে ছিল। গোল শুরু খেলার পাঁচ মিনিটের মাথায়। পোস্ট স্কুলের পক্ষে বাসন্তীরিয়ান একটি গোল করে দলকে এক শূন্যতে এগিয়ে দেয়। পরবর্তী পাঁচ মিনিটের মধ্যে শ্রেয়া দেবের পরপর দুটি গোল ব্যবধান বাড়িয়ে ৩-০ করে এবং জয়ের

লক্ষ্যে ক্রমশ এগুতে থাকে। একুশ মিনিটের মাথায় বিনীতা সিনহা আরও একটি গোল করলে গোল ব্যবধান চার- শূন্য হয়। প্রথমার্ধের পরবর্তী সময়ে স্পোর্টস স্কুলের পক্ষে যেমন গোল হয়নি, তেমনি প্রতিপক্ষ ফুলো ঝানু ক্লাবের কেউ গোল পরিশোধ করে খেলায় গোল ব্যবধান কমিয়ে আনতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে খেলার চেহরা একটু পরিবর্তন হয় ফনুজানুর রক্ষণভাগে গুরুত্ব বাড়ালে কার্যত কোর্ট স্কুলের মেয়েরা কিছুটা প্রতিহত হয়। তবে একেবারে অন্তিম পর্যায়ে শেষ বাঁশি বাজার এক মিনিট আগে স্পোর্টস স্কুলের শ্রেয়া দেব তার ব্যক্তিগত তৃতীয় গোল করে হ্যাট্রিকের পাশাপাশি দলের পক্ষে গোল ব্যবধান ৫-০ করে তোলে। পরবর্তী সময়ে আর তেমন গোলের সুযোগ আসেনি। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি উৎপল চৌধুরী, সুকান্ত দত্ত, লিটন সাহা ও ইন্দ্রানী দে। দিনের খেলা: বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টার বনাম চলমান সংঘ, সকাল ৮ টায়, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

কেশব সংঘকে হারিয়ে লীগ অভিযান শেষ করলো পান্তৌয় স্পোর্টিং সোসাইটি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শেষদিকের ম্যাচে পান্তৌয় স্পোর্টিং সোসাইটি যেন অনেকটাই জ্বলে উঠেছে। প্রথম তিনটা ম্যাচের ফলাফল পান্তৌয়ের পক্ষে হলে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে যেত নবাগত এই দলটি।রাজ্য ফুটবল সংস্থা পরিচালিত ঘরোয়া সি-ডিভিশন লিগ ফুটবলে নিয়মরক্ষার ম্যাচে সোমবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজিত ম্যাচে এ-গ্রুপের লড়াইয়ে মুখোমুখি হয় কেশব সংঘ ও পান্তৌয় স্পোর্টিং সোসাইটি। ম্যাচটি ২-০ গোলের ব্যবধানে জয় লাভ করে, ৭ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে ফুটবল মরশুম শেষ করলো পান্তৌয় স্পোর্টিং সোসাইটি। এদিনের ম্যাচে জয়ী দলের হয়ে গোল দুটি করে খেলার ৪০ মিনিটে পাপুরাজ জমাতিয়া ও ৫৮ মিনিটে নেলসো ত্রিপুরা। পক্ষান্তরে কেশব সংঘের ছেলেরা গোল পরিশোধে তেমন কোনো সুযোগ পায়নি। উপরন্তু খেলায় অসদাচরণের দায়ে বিজিত কেশব সংঘের দুজন ফুটবলারকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি বিশ্বজিৎ দাস, সুকান্ত দত্ত, লিটন সাহা ও সুপ্রিয়া দাস। বুধবার লিগের শেষ ম্যাচে কেশব সংঘ খেলতে নামবে ইয়ুথ ক্লাবের বিরুদ্ধে।

শ্রীলঙ্কায় এশিয়ান দাবায় দলগত স্বর্ণপদক অর্শিয়ার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দলগত ইভেন্টে এবার স্বর্ণপদক জয় অর্শিয়ার। দুদিন আগে অনূর্ধ ১৪ বছর গ্রুপের ব্লিৎজ ইভেন্টে দেশের হয়ে রৌপ্য পদক জেতার পর আজ, সোমবার ফের ত্রিপুরার সোনার মেয়ে অর্শিয়া দাস দলগত স্বর্ণপদক জিতে নিয়েছে ক্লাসিকেল ইভেন্ট অনূর্ধ ১৮ বালিকাদের ক্যাটাগরিতে। শ্রীলঙ্কায় আয়োজিত ওয়েস্টার্ন এশিয়ান ইউথ দাবার এই প্রতিযোগিতা চলছে। উল্লেখ্য গত শনিবার একই আসরে অনূর্ধ-১৪ বছর গ্রুপের ব্লিৎজ ইভেন্টে দেশের হয়ে রৌপ্য পদক জেতার গৌরব অর্জন করেছিল ত্রিপুরার সোনার মেয়ে অর্শিয়া দাস। নয় রাউন্ডের প্রতিযোগিতায় অর্শিয়া ৭ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করে রৌপ্য পদক জিতে নেয়। উল্লেখ্য, আগামীকাল থেকে অনূর্ধ ২০ জুনিয়র এশিয়ান দাবা প্রতিযোগিতা শুরু হবে।

অনন্য উচ্চতায় মার্তিনেজ, টুর্নামেন্ট সেরা রদ্রিগেজ

নিউইয়র্ক, ১৫ জুলাই (হি.স.): টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার কলম্বিয়ার রদ্রিগেজ পেলেও বাকি দুই মর্য্যাদাপূর্ণ পুরস্কার কিন্তু জিতেছেন দুই আর্জেন্টাইন লাউতারো মার্তিনেজ ও এমিলিয়ানো মার্তিনেস। ফাইনালের গোলদাতা স্ট্রাইকার মার্তিনেজ জিতেছেন গোল্ডেন বুট আর গোলরক্ষক মার্তিনেস জিতেছেন সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার। সবশেষ দুই মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্ট---এ তিনিই সেরা গোলরক্ষক। তিনি পৌঁছে গেছেন এক অনন্য উচ্চতায়। পুরস্কারজয়ী খেলোয়াড়দের তালিকা:

**সেরা খেলোয়াড় (গোল্ডেন বল): হামেস রদ্রিগেজ (৬ অ্যাসিস্ট ও ১ গোল)।

**সর্বোচ্চ গোলদাতা (গোল্ডেন বুট): লাউতারো মার্তিনেজ (৫ গোল)।

**সেরা গোলরক্ষক: এমিলিয়ানো মার্তিনেস (৫ ম্যাচ ক্লিনশিট)।

**ফেয়ার প্লে অ্যাওয়ার্ড: কলম্বিয়া।

টিকিট বিক্রিতে সব অলিম্পিককে ছাড়িয়ে গেছে প্যারিস অলিম্পিক

প্যারিস, ১৫ জুলাই (হি.স.): প্যারিস অলিম্পিক। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য ১০ হাজারের বেশি ক্রীড়াবিদ এবং সারা বিশ্ব থেকে হাজার হাজার ক্রীড়া অনুরাগী ফ্রান্সের রাজধানীতে থাকবেন। এ পর্যন্ত বিক্রি হওয়া ১০ মিলিয়ন টিকিটের মধ্যে মোটামুটি ৯ মিলিয়ন।

অলিম্পিকের আগের ১০টি সংস্করণের জন্য উপলব্ধ টিকিটের সংখ্যা এবং টিকিট বিক্রির সংখ্যা ঃ

**লস এঞ্জেলেস অলিম্পিক ১৯৮৪উ টিকিট উপলব্ধ: ৬.৯ মিলিয়ন উ টিকিট বিক্রি: ৫.৭ মিলিয়ন।

**সিওল অলিম্পিক ১৯৮৮ উ টিকেট উপলব্ধ: ৪.৪ মিলিয়ন টিকিট বিক্রি: ৩.৩ মিলিয়ন।

**বার্সেলোনা অলিম্পিক ১৯৯২ উ টিকিট উপলব্ধ: ৩.৯ মিলিয়ন উ টিকিট বিক্রি: ৩.০ মিলিয়ন।

**আটলান্টা অলিম্পিক ১৯৯৬ উ টিকিট উপলব্ধ: ১১ মিলিয়ন উ টিকিট বিক্রি: ৮.৩ মিলিয়ন।

**সিডনি অলিম্পিক ২০০০ উ টিকিট উপলব্ধ: ৭.৬ মিলিয়ন উ টিকিট বিক্রি: ৬.৭মিলিয়ন।

**এথেন্স অলিম্পিক ২০০৪ উ টিকিট উপলব্ধ: ৫.৩মিলিয়ন উ টিকিট বিক্রি:৩.৮ মিলিয়ন।

**বেজিং অলিম্পিক ২০০৮উ টিকিট উপলব্ধ: ৬.৮মিলিয়ন উ টিকিট বিক্রি: ৬.৫ মিলিয়ন।

**লন্ডন অলিম্পিক ২০১২ উ টিকিট উপলব্ধ: ৮.৫মিলিয়ন উ টিকিট বিক্রি: ৮.২ মিলিয়ন।

**রিও ডি জেনেরিও অলিম্পিক ২০১৬ উ টিকিট উপলব্ধ: ৬.৮ মিলিয়ন উ টিকিট বিক্রি: ৬.২ মিলিয়ন। **টোকিও অলিম্পিক উ কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সমস্ত ইভেন্ট বন্ধ দরজার পিছনে অনুষ্ঠিত হওয়ায় কোনও টিকিট উপলব্ধ/ বিক্রি হয়নি।

আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিলেন টমাস মুলার

বার্লিন, ১৫ জুলাই (হি.স.): জার্মানির টমাস মুলার এবারের ইউরো শেষ হওয়ার পর আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর ঘোষণা করেছেন। তিনি জাতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন ১৩১ বার, করেছেন ৪৫ গোল। ২০১৪ সালে বিশ্বকাপ জিতেছেন। একটি ভিডিও বিবৃতিতে মুলার বলেছেন, 'আমি সবসময় আমার দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে গর্বিত ছিলাম এবং আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।' সেই সঙ্গে তিনি বলেছেন, ''আমি ২০২৬ বিশ্বকাপে দলের ভক্ত আর খেলোয়াড় নই।' টমাস মুলারের আন্তর্জাতিক অভিষেক ২০১০ সালের মার্চ মাসে। ২০১০ বিশ্বকাপে তিনি পাঁচটি গোল করেন, যা তাকে গোল্ডেন বুট এবং ফিফা ইয়াং প্লেয়ার অ্যাওয়ার্ড দিয়েছিল।

টিকিট বিক্রিতে সব অলিম্পিককে ছাড়িয়ে গেছে প্যারিস অলিম্পিক

প্যারিস, ১৫ জুলাই (হি.স.): প্যারিস অলিম্পিক। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য ১০ হাজারের বেশি ক্রীড়াবিদ এবং সারা বিশ্ব থেকে হাজার হাজার ক্রীড়া অনুরাগী ফ্রান্সের রাজধানীতে থাকবেন। এ পর্যন্ত বিক্রি হওয়া ১০ মিলিয়ন টিকিটের মধ্যে মোটামুটি ৯ মিলিয়ন।

অলিম্পিকের আগের ১০টি সংস্করণের জন্য উপলব্ধ টিকিটের সংখ্যা এবং টিকিট বিক্রির সংখ্যা ঃ

**লস এঞ্জেলেস অলিম্পিক ১৯৮৪উ টিকিট উপলব্ধ: ৬.৯ মিলিয়ন উ টিকিট বিক্রি: ৫.৭ মিলিয়ন।

**সিওল অলিম্পিক ১৯৮৮ উ টিকেট উপলব্ধ: ৪.৪ মিলিয়ন টিকিট বিক্রি: ৩.৩ মিলিয়ন।

**বার্সেলোনা অলিম্পিক ১৯৯২ উ টিকিট উপলব্ধ: ৩.৯ মিলিয়ন উ টিকিট বিক্রি: ৩.০ মিলিয়ন।

**আটলান্টা অলিম্পিক ১৯৯৬ উ টিকিট উপলব্ধ: ১১ মিলিয়ন উ টিকিট বিক্রি: ৮.৩ মিলিয়ন।

**সিডনি অলিম্পিক ২০০০ উ টিকিট উপলব্ধ: ৭.৬ মিলিয়ন উ টিকিট বিক্রি: ৬.৭মিলিয়ন।

**এথেন্স অলিম্পিক ২০০৪ উ টিকিট উপলব্ধ: ৫.৩মিলিয়ন উ টিকিট বিক্রি:৩.৮ মিলিয়ন।

**বেজিং অলিম্পিক ২০০৮উ টিকিট উপলব্ধ: ৬.৮মিলিয়ন উ টিকিট বিক্রি: ৬.৫ মিলিয়ন।

**লন্ডন অলিম্পিক ২০১২ উ টিকিট উপলব্ধ: ৮.৫মিলিয়ন উ টিকিট বিক্রি: ৮.২ মিলিয়ন।

**রিও ডি জেনেরিও অলিম্পিক ২০১৬ উ টিকিট উপলব্ধ: ৬.৮ মিলিয়ন উ টিকিট বিক্রি: ৬.২ মিলিয়ন।

**টোকিও অলিম্পিক উ কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সমস্ত ইভেন্ট বন্ধ দরজার পিছনে অনুষ্ঠিত হওয়ায় কোনও টিকিট উপলব্ধ/ বিক্রি হয়নি।

অলিম্পিকের স্পেশাল পদক, থাকবে আইফেল টাওয়ারের লোহা

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি.স.): প্যারিস অলিম্পিক সব দিক থেকেই অনন্য। নদীতে উদ্বোধন, নতুন নতুন ইভেন্ট, টোকিও অলিম্পিকের কিছু ইভেন্ট বাদ, এবার পদকে থাকছে আইফেল টাওয়ারের লোহা। পদক তৈরি হয়েছে আইফেল টাওয়ারের লোহা দিয়ে। এই পদকের ডিজাইনও যথেষ্ট সুন্দর। পদকের ডিজাইন এমন করা হচ্ছে, যা ফ্রান্সের সংহতিকে প্রতিফলিত করবে। সোনার পদকের ওজন ৫২৯ গ্রাম, রুপোর পদকের ওজন ৫২৫ গ্রাম এবং ব্রোঞ্জ পদকের ওজন হবে ৪৫৫ গ্রাম।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

সোমবার দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও রাজধানীর মহিলা মহাবিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের পক্ষ থেকে সচেতনতা মূলক প্রচার কর্মসূচি পালন।

চুরি যাওয়া স্বর্ণালংকার উদ্ধার সহ এক যুবক গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই: চুরি যাওয়া স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার সহ এক যুবককে গ্রেফতার করল পূর্ব থানার পুলিশ। আজ পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানান পূর্ব থানার ওসি রানা চ্যাটার্জী।

পূর্ব থানার ওসি রানা চ্যাটার্জী জানিয়েছেন, গত ১৩ জুলাই আগরতলা বনেদি জুয়েলারি শ্যামসুন্দর কোং দোকানে চুরি হয়েছিল। চুরি যাওয়ার বিষয়টি জুয়েলারি দোকানের মালিক দেখতে পেয়ে পূর্ব থানায় মামলা করেছিলেন। মামলা হাতে নিয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। পরবর্তীতে পূর্ব থানার পুলিশ সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে চোরকে আটক করে পূর্ব থানায় নিয়ে আসে। তার কাছ থেকে চুরি যাওয়া সামগ্রিক উদ্ধার করে।

তিনি আরও বলেন, নতুন টেকনিক ব্যবহার করে জুয়েলারি শোরুম থেকে ২৬ হাজার টাকার স্বর্ণের আংটি নিয়ে যায় মলয়নগরের বাসিন্দা রজত সাহা। মলয়নগর থেকে রজত সাহাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। আগেও সে এবং তার সঙ্গীরা এইভাবে চুরি করে আসছিল। আজ তাকে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আদালতে তোলা হবে।

বেহাল রাস্তা, সংস্কারের দাবি এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই: দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ সোনামুড়া মহকুমার নলছড় আর ডি ব্লকের অন্তর্গত চন্দনমুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের বটতলী বাজার লাগোয়া পাড়ায় যাওয়ার রাস্তা বেহাল দশা। ফলে, বর্ষা মরশুমে চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হয় সাধারণ মানুষকে। অবশেষে বাধ্য হয়ে রাস্তা সংস্কারের দাবী জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, সোনামুড়া মহকুমার নলছড় আর ডি ব্লকের অন্তর্গত চন্দনমুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের বটতলী বাজার লাগোয়া পাড়ায় যাওয়ার রাস্তা বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। এই বর্ষা মরসুম শুরু থেকেই এই রাস্তাটিতে জল জমাট বেঁধে আছে এবং এই রাস্তার পাশেই রয়েছে ক্ষিতীশ শিক্ষা কেন্দ্র নামে একটি অঙ্গনওয়ারী সেন্টার। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তায় জল জমাট বেঁধে থাকার ফলে এলাকার ছোট ছোট শিশুরা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পড়াশুনা করতে আসছে না। যদিও হাতেগোনা কয়েকজন শিশুকে তাদের অভিভাবকরা কুলে কিংবা কাঁধে করে নিয়ে আসতে হয়।

আজ সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জনৈক এলাকাবাসী জানিয়েছেন, এই সমস্যার কথা একাধিকবার স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষদের জানিয়েছেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত রাস্তা থেকে জল সরিয়ে সংস্কার করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত। যার ফলে রাস্তার এই বেহাল দশার কারণে স্থানীয় এলাকাবাসীরা চরম দুর্ভোগের শিকার হয়েছে। এমন কি রাস্তার এই সমস্যার কারণে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে শিক্ষা লাভ করতেও আসছে না শিশুরা। তাই স্থানীয় এলাকাবাসীদের দাবি সরকার কিংবা সংশ্লিষ্ট দপ্তর শীঘ্রই যেন এই রাস্তাটি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৯ বছর আগের দুর্ঘটনায় চালকের ১০ বছরের সাজার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই: দীর্ঘ নয় বছর পর সড়ক দুর্ঘটনায় স্কুটি চালকের মৃত্যুর মামলায় ঐতিহাসিক রায় দিল সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত। আজ আদালতের স্পেশাল জর্জ দেবাশিষ কর বাস চালককে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা নির্দেশ দিয়েছেন। অনাদায়ে আরো এক বছরের অতিরিক্ত সশ্রম কারাদণ্ড নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ২০১৫ সালে বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন পুস্করবাড়ি এলাকায় বাসের ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছিলেন আগরতলার সমীর বিশ্বাস। অভিযুক্ত বাস চালক জীবনকৃষ্ণ দেবনাথের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছিল। আজ সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত মোট ১৭ জন সাক্ষীদাতার সাক্ষ্যদানের পর বিচারক দেবাশীষ কর গাড়ির চালক জীবনকৃষ্ণ দেবনাথেরকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। ১০ বছরের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ৫০ হাজার টাকা জরিমানার আদেশ দিয়েছেন। অনাদায়ে আরো একবছর জেল সশ্রম কারাদণ্ড নির্দেশ দেওয়া হয়।

কদমতলা ও কালাছড়া ব্লকে মনোনয়ন পত্র জমা দিলো সিপিআইএম, কংগ্রেস ও নির্দল প্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ১৫ জুলাই: রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উত্তর জেলার কদমতলা ও কালাছড়া ব্লকে মনোনয়ন পত্র জমা দিলো সিপিআইএম, কংগ্রেস ও নির্দল প্রার্থীরা। সকাল ১১ টা থেকে শুরু হয় মনোনয়নপত্রের কর্মসূচি। কালাছড়া ব্লকে ছিল এদিন সিপিএমের এককভাবে মনোনয়ন জমা।ব্লকের অন্তর্গত আঠারোটি পঞ্চায়েতের প্রায় পঁচানব্বই শতাংশ আসনে এদিন মনোনয়ন জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানান বিধায়িকা বিজিতা নাথ। তাছাড়াও পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের সবকটি আসনেও তাদের প্রার্থীরা মনোনয়ন দাখিল করে। তাছাড়া যে অল্প কিছু সংখ্যক আসন রয়েছে সেগুলিও দু-একদিনের মধ্যে মনোনয়ন জমা দেওয়া হবে বলে জানান বিধায়িকা।তিনি আরো বলেন শাসক দলের সন্ত্রাস ও ভয়ভীতি দেখানোর ফলে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসতে পারছে না। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট হলে সিপিএম ভালো ফলাফল করবে বলে আশাবাদী। অপরদিকে একইভাবে কদমতলা ব্লকেও সকাল এগারোটা থেকে মনোনয়ন পত্র দাখিল করে কংগ্রেস দল। তারাও এককভাবে পঞ্চায়েতের সত্তর শতাংশেরও অধিক আসনে মনোনয়ন পত্র জমা দেয়। তাছাড়া পঞ্চায়েত সমিতির চারটি আসন ও জেলা পরিষদের পাঁচটি আসনেও মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানান কংগ্রেস নেতৃত্বরা।তবে এই কংগ্রেসিদের মধ্যে অনেক বিজেপি বিক্ষুব্ধদেরও দেখা গিয়েছে।এদের মধ্যে অসিতবরণ নাথ ও রবীন্দ্র নাথরা নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেন। তাছাড়াও পিপলস ইন্ডিয়া নামে অপর এক রাজনৈতিক দল দক্ষিণ কদমতলা পঞ্চায়েতের বিভিন্ন ওয়ার্ডে তাদের প্রার্থীদের নিয়ে মনোনয়ন পত্র জমা দেয় বলে জানান দলের সভাপতি রহমত আলী। যাইহোক এদিন শাসক দল ব্যতীত অন্যান্য বিরোধী দলগুলোর মনোনয়নপত্র দাখিলে কদমতলা ও কালাছড়া ব্লকে ছিল একেবারে উৎসব মুখর পরিবেশ।

কাশির সিরাপ ও নগদ টাকাসহ ধৃত ব্যবসায়ী

আরারিয়া ১৫ জুলাই (হি. স.) : বিহারের ভারত-নেপাল সীমান্ত এলাকায় মাদক ব্যবসায়ীরা বেশ সক্রিয়। নিষেধাজ্ঞার পর নেপাল সংলগ্ন ভারতীয় অঞ্চলে মাদকাসক্তদের কাছে বিকল্প হিসেবে নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ ব্যাপকভাবে বিক্রি হচ্ছে নেপালি নাগরিকরাও এখানে নিষিদ্ধ কোডিন যুক্ত কাফ সিরাফ খাওয়ার জন্য এখানে আসে। সোমবার জোগবানী থানা ও এসএসবি যৌথভাবে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জোগবানী থানা এলাকার আমৌনা গ্রামে অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ কোডিনযুক্ত ১৬০ বোতল কাশির সিরাপ ও ৪২,১০০ টাকাসহ মোঃ মোকাররমকে গ্রেফতার করে।

এখন পর্যন্ত ৯৭ জনের বেশি প্রার্থীকে সরকারি চাকরি দেওয়া হয়েছে, ১.৫ লক্ষ পূরণের লক্ষ্য : হিমন্তবিশ্ব

উচ্চশিক্ষা দফতরে নবনিযুক্ত ৪১ প্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র বিতরণগুয়াহাটি, ১৫ জুলাই (হি.স.) : অসমে তাঁর আমলে এখন পর্যন্ত ৯৭,৪৫৪ জন প্রার্থীকে সরকারি চাকরি দেওয়া হয়েছে, লক্ষ্য ১.৫ লক্ষ পূরণ করা, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।আজ সোমবার রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতরে নবনিযুক্ত ৪১ জন প্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র বিতরণ করে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর রাজ্য সরকার সামগ্রিকভাবে ৯৭,৪৫৪ জনকে সরকারি চাকরি দেওয়া হয়েছে। ২০২৫ সালের এপ্রিলের মধ্যে আরও ১৩ হাজার সরকারি পদ পূরণ করা হবে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী। ড় শর্মা বিজেপি সরকারের অর্জিত একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক তুলে ধরেছেন আজ। তিনি বলেন, 'আমার সরকার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি দূর করার লক্ষ্যে মেধাভিত্তিক নিয়োগে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আগে ঘুষ ছাড়া সরকারি চাকরি মিলত না। এখন মেধার ওপর আমাদের স্বচ্ছতা এবং সমান সুযোগ নিশ্চিত করছে।'মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, 'অসমের যুবক-যুবতী এবং তাঁদের পরিবারকে ক্ষমতায়ন করার জন্য গর্ববোধ হচ্ছে।' বলেন, সরকারি পদের জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা এবং কর্মজীবনের আকাঙ্ক্ষার প্রতি নতুন করে আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন তিনি। সরকারি চাকরি বৃদ্ধি শুধুমাত্র কর্মসংস্থানকে শক্তিশালী করেনি বরং শিক্ষা-কেন্দ্রিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিবর্তনকে উৎসাহিত করছে।শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগের বিস্তৃত প্রভাব তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব সামাজিক উন্নয়নে এর ভূমিকার ওপর জোর দিয়েছেন, যার মধ্যে সাংস্কৃতিক এবং পাঠ্য-বহির্ভূত কার্যকলাপ রয়েছে যা শিক্ষার্থীদের উপকার করে, শিক্ষক এবং অধ্যাপক নিয়োগ শিক্ষার মান বৃদ্ধি করে। এনসিসি-র মতো কার্যক্রমের মাধ্যমে ছাত্রজীবনকে সমৃদ্ধ এবং সামগ্রিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী।তদুপরি মুখ্যমন্ত্রী ছাত্রদের মধ্যে, বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে উদ্যোক্তা বাড়াতে রাজ্যের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ওলা, উবার এবং জোম্যাটো-র মতো স্টার্টআপগুলিকে উৎসাহিত করা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ, বলেন তিনি।মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা নবনিযুক্ত সরকারি চাকুরেদের অভিনন্দন জানিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও সম্প্রসারণে সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য, অসমে দেড়ে লক্ষ যুবক-যুবতীকে চাকরি দেওয়া, আমাদের রাজ্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিশ্চিত করা।'

ফের স্থগিত ডিএ মামলা নতুন তারিখ দেবে শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই, (হি স): চার মাস পরেও সোমবার মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) মামলার শুনানি হল না সুপ্রিম কোর্টে। মামলাটির শুনানি স্থগিত হয়ে যায়। পরে শুনানির নতুন তারিখ দেবে শীর্ষ আদালত।২০২২ সালের ৩ নভেম্বর মামলা দায়ের হয় শীর্ষ আদালতে। প্রথম শুনানি হয় ২৮ নভেম্বর। রাজ্যের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি। তাঁর সওয়াল ছিল, হাই কোর্টের রায় মেনে ডিএ দিতে হলে প্রায় ৪১ হাজার ৭৭০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এই মুহূর্তে ওই আর্থিক বোঝা রাজ্য সরকারের পক্ষে বহন করা কঠিন। অন্য দিকে, মামলাটি বিচারাধীন থাকা অবস্থায় কয়েক দফায় ডিএ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।কেন্দ্রীয় হারে এবং বকেয়া মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ-র দাবিতে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করেছিলেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের একাংশ। ২০২২ সালের ২০ মে উচ্চ আদালত রাজ্যকে কর্মচারীদের কেন্দ্রের সমতুল ৩১ শতাংশ হারে ডিএ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। হাই কোর্টে জয়ী হয় রাজ্য সরকারি কর্মীদের কনফেডারেশন, ইউনিটি ফোরাম এবং সরকারি কর্মচারী পরিষদ। ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য।

সেলিমের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার চেয়ে বামেদের মিছিল চোপড়ায়

উত্তর দিনাজপুর, ১৫ জুলাই (হি স) : বামেদের এসপি অফিস ঘেরাও অভিযান নিয়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড তৈরি হল ইসলামপুরে। চোপড়াকাণ্ডে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে সোমবার ইসলামপুরে কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল বামেরা। এদিন দুপুরে মিছিল করে ইসলামপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে পুলিশ সুপারের অফিসের সামনে পৌঁছন সিপিএমের কর্মী-সমর্থকেরা। সেখানে পুলিশি ব্যারিকেড ভেঙে দেন বিক্ষোভকারীরা ঢুকতে গেলে পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক ধ্বস্তাধস্তি হয় দু'পক্ষের। এই ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হয় এলাকায়।৩০ জুন সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয় চোপড়াকাণ্ডের সেই ভিডিও। এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই তোলপাড় শুরু হয়। এর কয়েক ঘণ্টা পরেই জেসিবি ওরফে তাজিমুল ইসলামকে গ্রেফতার করে ইসলামপুর থানা। চোপড়ার পুলিশ সুপার জানিয়েছিলেন, এই ঘটনার ভিডিও প্রকাশ্যে আনার জন্য বাম নেতা মহম্মদ সেলিম ও বিজেপি নেতা অমিত মালবীয়ের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন নির্যাতিতা।

ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটির মেধা ১.০এর উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৫ জুলাই:সোমবার এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ধর্মনগরের অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য স্মৃতিভবনে উদ্বোধন হলো টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটির মেধা ১.০এর উদ্বোধন। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভারসিটির ভাইস চ্যান্সেলার ডঃ রতন কুমার সাহা, উত্তর জেলা শিক্ষা বিভাগের ওএসডি কৃতি সুন্দর দে এবং ধর্মনগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি পলাশ সেন।

উত্তর এবং ঊনকোটি জেলার ৩৬টি বিদ্যালয়কে বেছে নিয়ে প্রতিটি বিদ্যালয় থেকে ভালো ফলাফল হয়েছে মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এমন পাঁচজন করে ছাত্রছাত্রীকে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করা হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে তাদের নিরলস পরিশ্রমের জন্য মঞ্চে ডেকে এনে সম্মানিত করা হয়।

রাজ্যের একটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির আত্মপ্রকাশ এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ঘটলো। এতদিন যাবত শুধু এর কলেজগুলি চলত। এখন থেকে ইউনিভার্সিটির আত্মপ্রকাশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিভিন্ন বিভাগে বিশেষ করে আন্ডারগ্রেজুয়েট, গ্র্যাজুয়েট, পোস্ট গ্রাজুয়েট এবং পিএইচডি স্তরে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে এই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আত্মপ্রকাশ।এতদিন ধরে উত্তর জেলার ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো পড়াশোনা করার জন্য বহি:রাজ্যে যেতে হতো। আবার অনেক ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকরা প্রতারণার শিকার হয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা খোয়াতেন। বেশি দূরবর্তী হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে অভিভাবকরা আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন না। এখন আগরতলার আনন্দনগরের মহেশখলাতে টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি উদ্বোধনে সাধারণ মানুষ তাদের দাবি জানাতে পারবে এবং সঠিক প্লেসমেন্ট হল কিনা তা নিয়ে সোচ্চার হওয়ার একটা সুবিধা হয়ে গেল।ইন্টারনেটের যুগে ছাত্রছাত্রীরা বেছে নেয় কোন কোর্স তাদের জন্য ভালো এবং সময়োপযোগী যা দিয়ে ভবিষ্যতে জীবন গড়া সম্ভব। এখন ত্রিপুরাতে বেশ কয়েকটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এর আত্মপ্রকাশে মানুষের আগের অসুবিধা গুলি অনেকটা লাঘব হবে বলে এই ইউনিভার্সিটিটির ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর রতন কুমার সাহা জানিয়েছেন।

শান্তিপূর্নভাবে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পন্ন করতে প্রস্তুত কল্যানপুর ঃ রিটার্নিং অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যানপুর, ১৫ জুলাই:রাজ্যের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মোতাবেক সমস্ত প্রকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য কল্যাণপুরে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে এবং শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট গ্রহণকে সামনে রেখে তথা নির্বাচন প্রক্রিয়াকে নজরে রেখে প্রশাসনিক কাজ এগিয়ে চলছে জোর কদমে। আজ কল্যাণপুরের রিটার্নিং অফিসার তথা বিডিও হিমেন্দু বিকাশ পাল নিজ কার্যালয়ে আয়োজিত এক নির্বাচন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক শেষে এভাবেই কথাগুলো বলছিলেন। উল্লেখ্য, কল্যাণপুরে ১৪৬ টা গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য এবং ১১টা পঞ্চায়েত সমিতির জন্য ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। ব্লক প্রশাসন আয়োজিত আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে কল্যাণপুর থানার ওসি ইন্সপেক্টর তাপস মালাকার, নির্বাচনী কাজের সাথে যুক্ত বিভিন্ন প্রশাসনিক ব্যক্তিত্ব, কল্যাণপুর প্রেসক্লাবের প্রতিনিধিবৃন্দ, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি প্রমুখরা উপস্থিত ছিলেন।

সার্বিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আজকের বৈঠক শেষে রিটার্নিং অফিসার দাবি করেছেন তিনি আশাবাদী সবার সহযোগিতারমধ্য দিয়ে কল্যাণপুরের ভোট প্রক্রিয়া নিরবিচ্ছিন্নভাবে সম্পন্ন হবে। পাশাপাশি আজকের বৈঠক থেকে রিটার্নিং অফিসার শ্রী পাল সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্বাচনী কাজের সাথে যুক্ত সমস্ত প্রকারের বিধি নিষেধকে যথাযথভাবে মান্যতা দেওয়ার জন্য আবেদন জানান।

পঞ্চায়েত নির্বাচন: পশ্চিম ত্রিপুরা সহ বাকি ছয় জেলায় কংগ্রেসের মনোনয়ন দাখিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই: আসন্ন ত্রি-স্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদে কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীরা আজ মিছিল করে জেলা শাসকের কাছে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন। এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা সহ অন্যান্যরা।

এদিন আশিস কুমার সাহা বলেন, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেসের তরফ থেকে প্রার্থীরা জেলা পরিষদ, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং নগর পঞ্চায়েতে মনোনয়ন জমা দিচ্ছেন। আজ পশ্চিম জেলা সহ বাকি ছয় জেলায় কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দেবেন। তাঁর অভিযোগ, পঞ্চায়েত নির্বাচনকে প্রহসনে পরিনত করার চেষ্টা করছে শাসক দল বিজেপি। তাদের এই পরিকল্পনাকে ভেস্তে দিতে কংগ্রেস ময়দানে নেমেছে। জনগণের আশীর্বাদ নিয়ে কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীরা নিজেদের মনোনয়ন জমা দিচ্ছেন।

বাজারে আলু ও পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধি ভর্তুকি মূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই: বাজারে আলু ও পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধির লাগাম টানতে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে মহারাজগঞ্জ বাজার সহ পাঁচটি নায্যমূল্যের দোকানে ভর্তুকি মূল্যে বিক্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। তাতে আলু প্রতি কেজি ৩৫ টাকা ও পেঁয়াজ প্রতি কেজি ৪২ টাকা দরে বিক্রি করা হবে বলে জানিয়েছেন এস ডি এম মানিক লাল দাস।এস ডি এম মানিক লাল দাস বলেন, রাজ্যের বাজারগুলিতে আলু ও পেঁয়াজের দাম আকাশছোঁয়া। তাই সরকার এবং ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে আগরতলার চারটি নায্যমূল্যের দোকানে বিক্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। তাতে প্রতি কেজি আলু ৩৫ টাকা ও পেঁয়াজ ৪২ টাকা দরে বিক্রি করা হবে।তাঁর কথায়, যতদিন পর্যন্ত আলু ও পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণে আসবে ততদিন এইভাবে প্রতিটি বাজারে ও রেশন শপে আলু ও পেঁয়াজ দেওয়া হবে।

জেল পুলিশের নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষা সম্পন্ন করার দাবিতে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই: অতিসত্বর জেল পুলিশের নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষা সম্পন্ন করার দাবিতে আইজির অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন চাকুরী প্রত্যাশিত যুবকরা। পরবর্তী সময়ে তাদের প্রতিনিধি দল আইজির নিকট ডেপুটেশন দিয়েছেন।

জনৈক চাকুরী প্রত্যাশিত যুবক জানিয়েছেন, ২০২২ সালে জেল পুলিশের নিয়োগের জন্য নোটিশ জারি করা হয়েছিল। তার কিছু দিন পর প্রায় ১২ হাজার পরীক্ষার্থীদের শারীরিক পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাদের রিটেন ও মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে না। তার ফলে জেল পুলিশের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে আজ জেল পুলিশের আইজির কাছে ডেপুটেশন প্রদান করতে গিয়েছিলেন। পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাদের আবেদন দুর্গাপূজার আগে তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করা হোক।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।